

পালি

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

পালি

ষষ্ঠি শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. ভিক্ষু শাসন রক্ষিত

ড. সুমজ্জল বড়ুয়া

প্রথম মুদ্রণ : জুলাই ১৯৯৫

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৮

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনোক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশথেম, মূল্যবোধ ও নেতৃত্বকার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রয়োগ, মূদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যবোধগুলির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসম্প্রবণতা ও কৌতৃহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পালি পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষা বৃক্ষের মূল উপদেশগুলো পালি ভাষায় সংকলিত হয়েছে। পালি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলে ত্রিপিটকসহ বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে সুবিধা হয়। এই ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য গদ্য-পদ্য পাঠ্যাংশের শেষে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক ও বিভক্তি, অব্যয়, সমাস প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অনুবাদের সুবিধার্থে পালি-বাংলা শব্দার্থ ও বাক্য গঠনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা পালি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্রান্তিকর অনুবঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয় হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিষিক্তিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলগুচ্ছ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। প্রবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	পালি শব্দমালা	১
দ্বিতীয়	গদ্য (রতনওয়ং)	৫
তৃতীয়	জাতকমালা	১১
চতুর্থ	ধন্মপদট্ট কথা	১৭
পঞ্চম	পদ্য	২২
ষষ্ঠি	লোকনীতি	২৬
সপ্তম	চরিয়া পিটক	৩০
অষ্টম	থের-থেরীগাথা	৩৪
নবম	ব্যাকরণ	৪১
দশম	বচন	৪৭
একাদশ	পদ প্রকরণ	৫০
দ্বাদশ	অনুবাদ	৫৪

প্রথম অধ্যায়

পালি শব্দমালা

পালি শব্দচয়ন

পালি বৌদ্ধদের পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষা। বুদ্ধ এ ভাষায় উপদেশ দিতেন। পালির প্রাচীন নাম মাগধী ভাষা। এ ভাষার মূল অঙ্গরগুলো হারিয়ে গেছে। তাই শ্রীলংকায় সিংহলি অঙ্গে, মায়ানমার বার্মা অঙ্গে, ইউরোপে রোমান অঙ্গে পালি ত্রিপিটকের প্রত্যেকটি গ্রন্থ লিখিত। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে লঙ্ঘন পালি বুক সোসাইটি থেকে পালি ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়েছে রোমান অঙ্গে। পৃথিবীর বৌদ্ধ দেশসমূহের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোমান অঙ্গেই পালি পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। পূর্বে বাংলাদেশেও রোমান অঙ্গে পালি পাঠ্যপুস্তকগুলো লেখা হয়েছিল। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বাংলা অঙ্গে পালি পাঠ দেওয়া হল। পালির বর্ণমালা, রোমান অঙ্গে ও উচ্চারণ স্থান সম্পর্কে তোমরা এ পুস্তকের পালি ব্যাকরণ প্রথম পাঠে জানতে পারবে। নিচে প্রদত্ত পালি শব্দগুলো বাংলা অর্থসহ মুখ্যস্ত করবে। তাতে পালি ভাষা পড়তে, লিখতে ও বলতে পারবে।

জীবজন্তু ও পাখির নাম

পালি	বাংলা
সস	খরগোশ
হথি	হাতি
অস্স	ঘোড়া
সুনখ	কুকুর
সীহ	সিংহ
মিগ	হরিণ
মোর	ময়ূর
সিগাল	শৃঙ্গাল
ব্যাগ্য	বাঘ
বিলার	বিড়াল
ভলুক	ভলুক
উলুক	পেঁচা
গিজ্বা	শুকুন
বাযস	কাক
বুক্খকেট্টিক	কাঠঠোকরা

ফল ও বৃক্ষ

পালি	বাংলা
অষ্ট	আম
পনস	কাঁঠাল
রম্ভা	কলা
বদরী	বুল
জমু	জাম
নিশ্বেধ	অশুথ গাছ
পুটিমন্দ	নিমগ্ন

ফুলের নাম

পালি	বাংলা
পদুম	পর
তগর	টগর
কিংসুক	পলাশ
বস্সিকী	চামেলি

জিনিসপত্র ও ধাতব দ্রব

পালি	বাংলা
পন্ত	পাত্র
সুবন্ধ	সোনা

পালি	বাংলা
লোহা	লোহা
কংস	পিতল
মণি	রত্ন
বজির	ইৱা
মুক্তা	মুক্তা
পানিযথালক	গাস
মসী	কালি
লেখনী	কলম
পঢ়ন	কাগজ
তম্ভ	তামা
রজত	রূপা
সীসা	সীসা

আত্মীয়সংজ্ঞ

পালি	বাংলা
পিতা	পিতা
মাতা	মাতা
পুত্র	পুত্র
কঙ্গ়েঁগা	কন্যা
সসুর	শুশুর
ভাগিনেষ্য	ভাগিনা
নন্দা	নাতি
পিতৃচ্ছা	পিসি
মাতৃচ্ছা	মাসী

মাসের নাম

পালি	বাংলা
বেসাখ	বৈশাখ
জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
আসালহু	আধাত
সাবণ	শ্রাবণ
পোট্টপাদ	ভাদু
অযুজস	আশ্বিন
কার্তিক	কার্তিক

পালি	বাংলা
মার্গসির	অগ্রহায়ণ
ফুস্স	পৌষ
মাঘ	মাঘ
ফগ্গুণ	ফাল্গুন
চিত্ত	চৈত্র

বারের নাম

পালি	বাংলা
রবিবার	রবিবার
চন্দ্রবার	সোমবার
কুণ্ডবার	মঙ্গলবার
বুধবার	বুধবার
গুরুবার	বৃহস্পতিবার
শুক্রবার	শুক্রবার
মন্দবার	শনিবার

পক্ষের নাম

পালি	বাংলা
কণ্হ পক্ষ	কৃষ পক্ষ
জুণ্হ পক্ষ	শুক্র পক্ষ

ঝুতুর নাম

পালি	বাংলা
গিমহান উত্	গ্রীষ্ম ঝুতু
বস্বান উত্	বর্ষা ঝুতু
হেমত উত্	হেমত ঝুতু

দিকের নাম

পালি	বাংলা
উত্তর	উত্তর
দক্ষিণ	দক্ষিণ
পুর্ব	পুর্ব

পালি	বাংলা
পশ্চিম	পশ্চিম
দ্বিসান	ঈশান (উত্তর-পূর্ব কোণ)
বায়ু	বায়ু (উত্তর-পশ্চিম কোণ)
অগ্রগি	অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব কোণ)
নেরিদত	নৈরিত (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ)
উদ্ধ	উর্ধ্ব
অবো	নিম্ন

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম

পালি	বাংলা
চক্ৰ	চোখ
সোত	কান
যাণ	নাম
জিবহা	জিহ্বা
তচ	চামড়া

পুঁথিলিঙ্গ শব্দ

পালি	বাংলা
বুদ্ধো	বুদ্ধ
ধৰ্মো	ধৰ্ম
উপাসকো	উপাসক
সমণো	শ্রমণ

পালি	বাংলা
সুরিয়ো	সূর্য
থেরো	স্থবির

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

পালি	বাংলা
দারিকা	বালিকা
ধেনু	গাভী
নারা	নৌকা
নারী	নারী
দেবী	দেবী
ইঠী	স্ত্রী
বধু	বৌ
লতা	লতা

ছীৰলিঙ্গ শব্দ

পালি	বাংলা
যুদ্ধ	ফল
পুঁএ-পুঁং	পুণ্য
সকট্ট	গাঢ়ি
পোথকৎ	বই
অডং	তিম
উদকৎ	জল
তিণৎ	ঘাস

তোমরা উপরে শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখবে, পালির বেশ কিছু শব্দ বাংলার সাথে মিল আছে। তবে বাংলা কিছু অক্ষর পালিতে নেই বলে শুধু বানানের পার্থক্য রয়েছে। যেমন, বাংলার শ, ষ পালিতে নেই। শুধু 'স' এর ব্যবহার আছে। এ রকম ক্ষ, ঃ (বিস্গ), (রেফ) পালিতে নেই। আবার বাংলা শব্দের (রেফ) নিয়ে যে অক্ষরটি থাকে তা পালিতে ছিড়ি বর্ণের হয়। যেমন পূর্ব-পূর্ব। উ কারাণ্ট, উ-কারাণ্টে এবং 'ব' এর পরিবর্তে 'ব' হয়ে গেছে। এরকম শব্দগুলোর বানান মনোযোগ দিয়ে শিখবে। ব্যাকরণের বর্ণমালায় আরও জানতে পারবে।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ক. বাংলা অনুবাদসহ পালিতে বার মাসের নাম লেখ ।
- খ. পালিতে সাত দিনের নাম লিখে বাংলা অনুবাদ কর ।
- গ. পালিতে দিকসমূহের নাম লিখে বাংলা বল ।
- ঘ. জিনিসপত্র ও ধাতব দ্রব্যের পাঁচটি করে দশটি পালি শব্দ লেখ ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নে :

- ক. পালিতে পাঁচটি পুঁজিজ্ঞা শব্দ লেখ ।
- খ. পাঁচটি বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পালি অনুবাদ কর ।
- গ. পক্ষ ও ঋতুর নাম পালিতে বল ।
- ঘ. পালিতে পাঁচজন আত্মীয়সন্তানের নাম লেখ ।

৩. ঠিক উত্তরটির পথে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক. পালিতে কোন তিনটি বর্ণের ব্যবহার নেই?
 - ১. স, ঃ, ক
 - ২. ও, এম
 - ৩. ষ, শ, ঃ (বিসর্গ)
 - ৪. ভ, হ, ল
- খ. ঘোড়া শব্দের পালি কোনটি?
 - ১. তস্স
 - ২. নস্স
 - ৩. অস্স
 - ৪. ফস্স
- গ. কোন শব্দটি পঞ্চ ইঙ্গিয়ের অন্তর্গত?
 - ১. উত্ত
 - ২. সোত
 - ৩. হেমত
 - ৪. পচিম
- ঘ. কিংসুক শব্দের অর্থ কি?
 - ১. বিলাস
 - ২. পলাশ
 - ৩. তিতাস
 - ৪. উলাস
- ঙ. পালিতে শ্রাবণ মাসের নাম কি?
 - ১. সাবান
 - ২. পাবন
 - ৩. সাবণ
 - ৪. গহণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

গদ্য

রতনওয়

বুদ্ধি বন্দনা

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসযুদ্ধেৰা, বিজ্ঞাচৰণসম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুভৱো পুরিসদম্ব সারথী,
সখা দেবমনুস্সানং, বুদ্ধেৰা, ভগবাতি ।

বুদ্ধং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা, পচ্ছুপন্ন চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সববদা ।

নথি মে সরণং অঞ্চলং, বুদ্ধেৰা মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জ্যমজ্জলং ।

উন্মজ্জেন বন্দে' হং পাদপংসু বরুত্তমং, বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধে খমতু তৎ মমং ।

ধৰ্ম্মবন্দনা

স্বাক্ষাতো ভগবতা, ধন্মো, সন্দিট্টিকো, আকলিকো, এহি পস্সিকো, ওপনযিকো, পচ্চন্তং বেদিতবৈৰো
বিঞ্চঞ্চুহী'তি ।

ধম্মং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

যে চ ধম্মা অতীতা চ, যে চ ধম্মা অনাগতা, পচ্ছুপন্না চ যে ধম্মা, অহং বন্দামি সববদা ।

নথি মে সরণং অঞ্চলং, ধন্মো মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জ্যমজ্জলং ।

উন্মজ্জেন বন্দে' হং ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং, ধম্মে যো খলিতো দোসো, ধন্মো খমতু তৎ মমং ।

সঙ্গ বন্দনা

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্গো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্গো, এগ্যপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্গো,
সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্গো, যদিদং চন্তারি পুরিসযুগানি আট্ট পুরিসপুগগলা এস ভগবতো

সাবকসঙ্গো, আহুণেযো, পাহুণেযো, দক্ষিণেযো অঞ্জলিকরণীযো, অনুভৱং, পুঞ্চেক্ষেত্রং লোকস্সা'তি ।
সঙ্গং জীবিতাপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

যে চ সঙ্গা অতীত চ, যে চ সঙ্গা অনাগতা, পচ্ছুপন্ন চ মে সঙ্গা, অহং বন্দামি সববদা ।

নথি মে সরণং অঞ্চলং সঙ্গা মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জ্যমজ্জলং,

উন্মজ্জেন বন্দে' হং, সঙ্গঞ্চ তিবিধুত্তমং, সঙ্গে যো খলিতো দোসো সঙ্গা খমতু তৎ মমং ।

শব্দার্থ

১. রতনওয়ং-রতনত্রয়; ত্রিভুবন, ইতিপি-তিনিই; সো-সেই, ভগবা-ভগবান; অরহং-অর্হৎ; সম্মা-সম্যক;
বিজ্ঞাচৰণ-বিদ্যাচৰণ; সুগত-সুগত, যিনি সুন্দররূপে গত হয়েছেন; অনুভৱো-অনুভৱ, শ্রেষ্ঠ; পুরিসদম্ব সারথী-
পুরুষ দমনকারী সারথী; সখা-শাস্তা, শিক্ষক; জীবিত পরিযন্তং-জীবন পর্যন্ত; গচ্ছামি-গমন করছি;
পচ্ছুপন্ন-বর্তমানে উৎপন্ন; নথি-নেই, খমতু-ক্ষমা করুন

২. শাকখাতো-সুন্দরভাবে ব্যাখা করা হয়েছে; সন্দিট্টিকো-নিজে দেখার যোগ্য; অকলিকো-কালাকালবিহীন অর্থাৎ সময় অসময় নেই; এহি পস্সিকো-এসে দেখার যোগ্য; ওপনবিকো-উপনায়ক সদৃশ অর্থাৎ নির্বাগে নিয়ে যায়; পচ্চত্ত-স্বয়ং; বিএঞ্চাই-বিজ্ঞগণ কর্তৃক; বেদিতবেৰো-জ্ঞাতব্য, জ্ঞানবার বিষয়, খলিতো-অজ্ঞানবশত; উত্তমঙ্গেন-উত্তম আজ্ঞা দ্বারা; দোসো-দোষ।
৩. সুপটিপন্নো-সুপথে প্রতিপন্ন, গ্রায়পটিপন্নো-ন্যায়পথে প্রতিপন্ন; উজ্জুপটিপন্নো-সোজাপথে প্রতিপন্ন; সামীচিপন্নো-উপযুক্ত পথে প্রতিপন্ন; যদিদং-যা এই; পুরিসো-পুরুষ; যুগানি-যুগ্ম, জোড়া; অহুগেয়ো-আহ্বানের যোগ্য; পাহুগেয়ো-পুনঃপুন নিমন্ত্রণের যোগ্য; দক্ষিণেয়ো-দানের উপযুক্ত পাত্র; পুঞ্চাঙ্গক্ষেত্র-পুণ্যক্ষেত্র; লোকসৃ-জগতের; মহং-আমাকে।

মূল্য

বুদ্ধ নয়গুণসম্পন্ন। এ গুণগুলো হল-তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্মুখ; বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন; সুগত; লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি; দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা; বুদ্ধভগবান।

ধর্ম ছয়গুণসম্পন্ন। যথা ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত; স্বয়ং দেখার যোগ্য; কাল ও অকাল নেই; এসে দেখার যোগ্য; নির্বাণ পথ প্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষকরণীয়।

সংজ্ঞ নয়গুণসম্পন্ন। এ গুণগুলো হল-ভগবানের শ্রাবকসঙ্গ সুপথে প্রতিপন্ন; ন্যায়পথে প্রতিপন্ন; উপযুক্ত পথে প্রতিপন্ন; সোজাপথে ভগবানের মার্গফলকলভী সংজ্ঞ-যুগল হিসেবে চার যুগল এবং পুরুষরূপে আট প্রকার (মার্গ ও ফল); আহ্বানের যোগ্য; সৎকারযোগ্য; দানের উপযুক্ত পাত্র; করজোড়ে বন্দনা করার যোগ্য এবং জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

উক্ত গুণবলির জন্য আমি সারাজীবন ত্রিভৱের শরণ গ্রহণ করছি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে উৎপন্ন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংজ্ঞ সমুদয়কে সর্বদা বন্দনা করছি। এ ত্রিভৱ ছাড়া আমার আর কোন শ্রেষ্ঠ শরণ নেই। অজ্ঞানবশত আমি কোন পাপ করে থাকলে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংজ্ঞ আমাকে ক্ষমা করুন।

টীকা :

ত্রিভৱঃ ১ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংজ্ঞকে একত্রে ত্রিভৱ বলা হয়। বুদ্ধ অর্থ যিনি বোধি বা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করেছেন। ধর্ম অর্থ বুদ্ধ নির্দেশিত আচরণীয় নীতি ও উপদেশ। সংজ্ঞ বলতে বুদ্ধ মার্গ ও ফল লাভী ভিক্ষুসঙ্গকে বোঝায়। যাঁরা গৃহত্যাগের মাধ্যমে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন ও বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণে পরম বিমুক্তি লাভ করেন তাঁদেরকে শ্রাবকসঙ্গ বলা হয়। ‘ত্রিভৱ’ মানে অতীতে যে সমস্ত বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, বর্তমান গৌতম বুদ্ধ এবং ভবিষ্যতের আর্যমিত্র বুদ্ধ প্রমুখ সব বুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে ধর্ম ও সংজ্ঞের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বৌদ্ধরা ত্রিভৱের গুণাবলি স্মরণ করে সর্বদা বন্দনা করে থাকেন। এজন্য এর নাম ত্রিভৱ বন্দনা।

তোমরা প্রত্যেক দিন সকাল-সম্মায় দুবেলা বন্দনা করবে। তাতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা বাঢ়বে। মন পরিত্ব হবে এবং সৎকর্ম করতে উৎসাহ পাবে।

ত্রিভৱে যাঁর ভক্তি অচলা, যিনি ত্রিভৱকে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য মনে করেন, অন্য কোন দেব দেবীর পূজা করেন না; তাঁকেই প্রকৃত বৌদ্ধ বলে। বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ ও সংজ্ঞের নয়গুণ তিনি সর্বদা ভাবনা করেন।

ମୁଚଲିନ୍ଦ କଥା

ଅଥ ଖୋ ଭଗବା ସନ୍ତାହସ୍ସ ଅଚଚୟେନ ତମହା ସମ୍ମାଧିମହା ବୁଟ୍ଠିହିଡ଼ା ଅଜପାଳନିଶ୍ରୋଧମୂଳା ଯେନ ମୁଚଲିନ୍ଦୋ ତେନୁପସଙ୍କରି, ଉପସଙ୍କରିମିତ୍ତ ମୁଚଲିନ୍ଦମୂଳେ ସନ୍ତାହ୍ ଏକପଳଜେନ ନିସୀଦି ବିମୁକ୍ତିସୁଖ-ପଟିସଂବେଦୀ ।

ତେଣ ଖୋ ପନ ସମୟେନ ମହା-ଅକାଲମେଘୋ ଉଦ୍‌ପଦି, ସନ୍ତାହ ବନ୍ଦିକା ସୀତାବାତ-ଦୁଦ୍ଦିନୀ । ଅଥ ଖୋ ମୁଚଲିନ୍ଦୋ ନାଗରାଜା ସକଳବନା ନିକ୍ଷମିତ୍ତା ଭଗବତୋ କାଯଂ ସନ୍ତକଥତ୍ୱୁଂ ଭୋଗହି ପରିକ୍ରିପିତ୍ତା ଉପରିମୁଦ୍ରାନି ମହତ୍ୱ ଫଳଂ କରିତା ଅଟ୍ଠାସି “ମା ଭଗବତ୍ୱ ସୀତଂ, ମା ଭଗବତ୍ୱ ଉଗ୍ରହଂ, ମା ଭଗବତ୍ୱ ଡଂସ-ମକସ-ବାତାତପ ସିରିଂସପ ସଫସ୍ସୋ”ତି ।

ଅଥ ଖୋ ମୁଚଲିନ୍ଦୋ ନାଗରାଜା ସନ୍ତାହସ୍ସ ଅଚଚୟେନ ବିଦ୍ୱଂ ବିଗତ ବଲାହକଂ ଦେବଂ ବିଦିତା ଭଗବତୋ କାଯା-ଭୋଗେ ବିନିବେଠେତ୍ତା ସକରଗ୍ନ ପଟିସଂହରିତେନ ମାନବକବନ୍ଧ ଅଭିନିମିନିତ୍ତା ଭଗବତୋ ପୁରତୋ ଅଟ୍ଠାସି ଅଞ୍ଜଲିକୋ ଭଗବତ୍ୱ ନମ୍ବସ୍ସମାନୋ ଚ । ଅଥ ଖୋ ଭଗବା ଏତମଥିବ ବିଦିତା ତାଯଂ ବେଳାଯଂ ଇମଂ ଉଦାନଂ ଉଦାନେସି ।

ସୁଖୋ ବିବେକୋ ତୁଟ୍ଟିହସ୍ସ ସୁତଧାଶ୍ସସ ପ୍ରସତୋ ଅବ୍ୟାପଜ୍ଵାଂ ସୁଖଂ ଲୋକେ ପାଣଭୂତେସୁ ସଞ୍ଚାରିତୋ, ସୁଖା ବିରାଗତା ଲୋକେ କାମାନଂ ସମତିକମୋ ଅଭିମାନସ୍ସ ଯୋ ବିନ୍ଦୋ ଏତଂ ବେ ପରମଂ ସୁଖତି ।

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ପଟିସଂବେଦୀ-ଅନୁଭବ କରଲେନ; ବୁଟ୍ଠିହିଡ଼ା-ଉଠେ; ଉପସଙ୍କରି-ଉପଚିଥିତ ହଲେନ; ଉଦ୍‌ପାଦି-ଉତ୍ପନ୍ନ ହଲ; ସକଳବନା-ନିଜ ଗୃହ ଥେକେ; ନିକ୍ଷମିତ୍ତା-ବେର ହେଯେ; ସନ୍ତକଥତ୍ୱ-ସାତବାର; ପରିକ୍ରିପିତ୍ତା-ବେଷ୍ଟନ କରେ; ଉଗ୍ରହ-ଉକ୍ତ; ଡଂସ-ଡାସ । ମକସ-ମଶା; ସିରିଂସପ-ସରୀସୂପ (ଦେବ ପ୍ରାଣୀ ବୁକେ ଭର ଦିଯେ ଚଲେ); ବିଗତ ବଲାହକ-ମେଘଶୂନ୍ୟ; ବିନିବେଠେତ୍ତା-ବେଷ୍ଟନ ଖୁଲେ; ପଟିସଂହରିତା-ପ୍ରତାହାର କରେ ।

ମର୍ମାର୍ଥ

ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବୋଧିବୃକ୍ଷମୂଳେ ବୋଧିଲାଭ କରେ ସାତ ସନ୍ତାହ ମହାବୋଧିବୃକ୍ଷର ଆଶେପାଶେ ଧ୍ୟାନସଥ ହେଯେ ବିମୁକ୍ତିସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ କାଟିଯେଛିଲେନ । ସର୍ଷ ସନ୍ତାହ ମୁଚଲିନ୍ଦମୂଳେ ଅତିବାହିତ କରେନ । ସମୟଟା ଛିଲ ଗ୍ରୀବାଧାତ୍ତୁ ଶୈଷଦିକେ । ଆକାଶେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଉଠେ ମୁଧଲାରାଯ ବୃକ୍ଷି ହିଛିଲ । ମୁଚଲିନ୍ଦ ନାଗରାଜ ତା ଦେଖେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭବନ ଥେକେ ବେର ହଲେନ । ବୁଦ୍ଧେର ଦେହ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହେ ସାତବାର ବେଷ୍ଟନ କରେ ଫଣା ତୁଲେ ବୃକ୍ଷି, ପୋକାମାକଡ଼, ଶୀତ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରତେ ଲାଗିଲେନ । ନାଗରାଜ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଦେବେ ବୁଦ୍ଧେର ଦେହ ବେଷ୍ଟନ ଖୁଲେ ଦିଲେନ । ମାନବରୂପ ଧାରଣ କରେ ତାକେ ବନ୍ଦନା କରଲେନ । ବୁଦ୍ଧ ଦେ ସମୟ ଯେ ଶ୍ରୀତିଗାଥା ଉତ୍ସାରଣ କରେଛିଲେନ ତାର ବାଂଲା ଅନୁବାଦ ନିଯାମପ ।

୧. ଯିନି ଦୁଃ୍ଖମର ସଂସାରେ ତ୍ୟାଗ କରେ ସତ୍ୟଧର୍ମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେନ; ସଂୟମେ ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରାଣୀଦେର ହିତସୁଖେ ରତ ଥାକେନ, ତିନିଇ ସ୍ଥାର୍ଥ ପ୍ରକର୍ଷ ।
୨. ଯିନି କାମଜଗତ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଆମିତ୍ରେ ମାନ-ଅଭିମାନକେ ଧଂସ କରେନ, ତିନିଇ ପରମ ସୁଖୀ ।

ଟୀକା

ମୁଚଲିନ୍ଦ : ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧତ୍ ଲାଭେର ପର ସତ୍ତ ସନ୍ତାହ ମୁଚଲିନ୍ଦ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଧ୍ୟାନସୁଖେ ହିଲେନ । ସଥାନଟି ମହାବୋଧିବୃକ୍ଷର ଆଶେପାଶେ ଅବସିଥିତ ।

রাজায়তন কথা

অথ খো ভগবা সন্তাহস্স অচ্চযেন সমাধিমহা বুট্ঠিহিত্বা মুচলিন্দ-মূলা যেন রাজায়তনং তেনুপসজ্জকমি উপসজ্জমিত্বা, রাজায়তন মূলে সন্তানং একপলজ্জেন নিসৌদি বিমুতিসুখ-পটিসংবেদী ।

তেন খো পন সময়েন তাপস্সু-ভলিকা বাণিজ্য তৎ দেসং অন্ধান মগ্ন্গ পটিপন্না হোতি । অথ খো তপস্সু ভলিকানং বাণিজানং এগাতিসালোহিতা দেবতা, তপস্সু-ভলিকানং বাণিজা এতদবোচুং “অবং মারিসা, ভগবা রাজায়তনমূলে বিহৱতি পঠমাতিসমুদ্ধো, গচ্ছথ তৎ ভগবন্তং মন্থেন চ মধুপিডিকায চ পটিমানেথ, তৎ বো ভবিস্সতি দীঘরন্তং হিতায সুখাযা”তি ।

অথ খো তপস্সু-ভলিকা মন্থঘঃ মধুপিডিকঞ্চ আদায় যেন ভগবা তেনুপসজ্জমিস্সু, উপসজ্জমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্তাং একমন্তং অট্ঠংসু । একমন্তং ঠিতা খো তপস্সু-ভলিকা বাণিজা ভগবন্তং এতদবোচুং পটিগণ্হাতু নো ভন্তে ভগবা মন্থঘঃ মুখগিডিকঞ্চ য অমৃহাকং অস্স দীঘরন্তং হিতায সুখাযা”তি ।

অথ খো ভগবতো এতহোসি-“ন খো তথাগতা হথেসু পটিগণ্হন্তি, কিম্হি নু খো অহং পটিগণ্হহেয়ং মন্থঘঃ মধুপিডিকঞ্চ”তি । অথো খো চতুরো মহারাজা ভগবতো চেতসা চেতো পরিবিতক্ষমঝ়েগায চতুর্দিসা চতুরো সেলময়ে পন্তে ভগবতো উপনামেসুং-“ইধভন্তে, ভগবা পটিগণ্হাতু মন্থঘঃ মধুপিডিকায়া”তি পটিগণ্হহেসি ভগবা পচ্চগ্যে মন্থঘঃ মধুপিডিকঞ্চ পটিগণ্হহেত্বা পরিভুঞ্জি ।

ভগবন্তং শনীতপন্তপাণিং বিদিত্বা ভগবতো পাদেসু সিরসা নিপত্তিত্বা বন্দন্তি । অথ খো তপস্সু-ভলিকা বাণিজা ভগবন্তং এতদবোচুং-“এতে ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম ধমঘঃ, উপাসকে নো ভগবা ধারেতু অজ্ঞতায়ে পাণুপেতে সরণং গতো”তি । তেব লোকে পঠঃ উপাসকা অহেসুং দ্বৈবাচিকা ।

শব্দার্থ

বাণিজা-বণিকগণ; মন্থ-ভাজা যব, ছেলা প্রত্তির গুঁড়া, ছাতু; মধুপিড-চর্বি, গুড় ও মধুমিশ্রিত ছাতুর লাডু; একমন্তং অট্ঠংসু-একপাশে দাঁড়ালেন; দীঘরন্তং-দীর্ঘকাল; পটিগণ্হাতু-গ্রহণ করন; চতুর্দিসা-চারদিকে; সেলময়ে পন্তে-শিলাময় পাত্রে; পরিভুঞ্জি-ভোজন করলেন; এতদবোচুং-এরূপ বললেন ।

মর্মার্থ

বুদ্ধ রাজায়তনমূলে এক সম্ভাহ ধ্যানসুখে অতিবাহিত করেছিলেন । তখন তপস্সু ও ভলিক নামে দুজন বণিক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল । তাদের পূর্বসম্পর্কীয় একজন আত্মীয় দেবতা বললেন-বন্ধু । ভগবান বুদ্ধেতু লাভ করে রাজায়তনমূলে অবস্থান করছেন । আপনারা তাঁকে মধুমিশ্রিত লাডু দান করে পূজা করুন । তা আপনাদের ভবিষ্যতের হিত ও সুখের কারণ হবে ।

অতঃপর তাঁরা সে দানীয়বন্ত নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন । বুদ্ধ ভাবলেন-তথাগতগণ নিজেদের হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না । আমি এ লাডু কিসে গ্রহণ করব? তখন চার জন লোকপাল দেবতা তাঁর এ মনোভাব জেনে শিয়ালময় পাত্রসহ উপস্থিত হয়ে বললেন-প্রভু! এ ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করুন । বুদ্ধ সে পাত্র গ্রহণ

করে ভোজন করলেন। বণিকদ্বয় বুদ্ধের ও ধর্মের শরণাগত হলেন। সে থেকে তাঁরা দূজন সর্বপ্রথম দ্বিবাচিক উপাসক নামে খ্যাত হন।

টীকা

রাজায়তন : তথাগত বৃন্দ সম্পত্তি রাজায়তন বৃক্ষমূলে ধ্যানাসনে বিমুক্তিসূख উপজরি করেন। সে রাজায়তন বৃক্ষতলে বুদ্ধের ভক্তরা একটি সৃতিচিহ্ন নির্মাণ করেন। সে চিহ্ন এখন আর নেই। এ স্থানটিও মহাবৌধি বৃক্ষের আশেপাশে ছিল।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন

- বুদ্ধের নয়গুণ বাংলা অনুবাদসহ পালিতে লেখ।
- ধর্মের কয়টি গুণ? তা পালিতে লিখে বাংলায় অনুবাদ কর।
- ত্রিভুবন সম্পর্কে দশ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- মুচলিন্দ নাগরাজ কিভাবে বুদ্ধকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন বর্ণনা কর।
- মুচলিন্দ কথার মর্মার্থ লেখ।
- 'বুদ্ধের প্রতি অন্যান্য প্রাণীরও শ্রদ্ধা ছিল'-মুচলিন্দ কথার আলোকে উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।
- রাজায়তন কথার মর্মার্থ লেখ।
- দ্বিবাচিক উপাসক কাঁরা? তাঁরা কিভাবে বুদ্ধের শরণাগত হলেন?

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কি?
- 'ধর্ম' বলতে কি বোঝায়?
- 'সংজ্ঞ' কাকে বলে?
- মুচলিন্দ নাগরাজ বুদ্ধকে কেন রক্ষা করেছিলেন?
- 'সুখো বিবেকো তুঠ্ঠস্স সুতথমস্স পস্সতো' এটি কার উক্তি এবং কথন বলেছিলেন? উক্তিটি বাংলা অনুবাদ কর।
- বণিকদ্বয় কোন দেশের অধিবাসী? তাঁরা বৌদ্ধধর্মে কি নামে পরিচিত হন?
- রাজায়তন বৃক্ষমূলে বৃন্দ কোন পাত্রে আহার করেছিলেন? পাত্রটি কাঁরা দান করেন?

৩. ঠিক উত্তরটি পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক. সজ্জের গুণ কয়টি?

- | | |
|----------|----------|
| ১. ছয়টি | ২. সাতটি |
| ৩. আটটি | ৪. নয়টি |

খ. ‘পুঞ্জক্রিয়েত’ বলতে কি বোঝায়?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ১. কুরুক্ষেত্র | খ. পুণ্যক্ষেত্র |
| ২. যুদ্ধক্ষেত্র | গ. শস্যক্ষেত্র |

গ. শ্রা঵কসভ্য মার্গ ও ফলভেদে কয় প্রকার?

- | | |
|----------|--------|
| ১. পাঁচ. | ২. ছয় |
| ৩. সাত | ৪. আট |

ঘ. উরুবেলা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- | | |
|------------|-------------|
| ১. সরাভূ | ২. অরম্বতী |
| ৩. অচিরবতী | ৪. নৈরঞ্জনা |

ঙ. তপস্মু ও ভলিক কোন দুটি গুপ্তের শরণাগত হয়েছিলেন?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ১. বুদ্ধ ও সজ্জ | ২. ধর্ম ও সজ্জ |
| ৩. বুদ্ধ ও ধর্ম | ৪. সজ্জ ও যক্ষ |

চ. নাগরাজ মুচলিন্দ বুদ্ধকে করবার বেষ্টনী দিয়েছিলেন?

- | | |
|--------|-------|
| ১. সাত | ২. আট |
| ৩. নয় | ৪. দশ |

ছ. তপস্মু ও ভলিক বণিকদ্বয় কোন দেশের অধিবাসী?

- | | |
|----------|-------------|
| ১. ভূগোল | ২. উত্কল |
| ৩. নেপাল | ৪. শ্রীলংকা |

জ. বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর মহাবোধিবৃক্ষের আশেপাশে কতদিন ধ্যানসুরে ছিলেন?

- | | |
|-------------|-----------|
| ১. আটত্রিশ | ২. উনচলিশ |
| ৩. উনপঞ্চাশ | ৪. উনষাট |

তৃতীয় অধ্যায়

জাতকমালা

রোহিণী জাতক

অতীতে বারাণসিয়ৎ ব্রহ্মদত্তে রঞ্জৎ কারেন্টে বোধিসত্ত্ব সেট্টীকুলে নিবৃত্তিত্বা পিতু অচ্ছেন সেট্টি ঠানং পাপুণি। তস্মাপি রোহিণী নাম দাসী অহোসি। সাপি অন্তনো বিহিপহরণট্ঠানং আগস্ত্রা নিপন্নং মাতরং “মক্খিকা মে অম্ব বারেই” তি বুতা এবং মুসলেন পহরিত্বা মাতরং জীবিতক্ষয়ং পাপেত্বা রোদিতুং আরতি। বোধিসত্ত্বে তৎ পবত্তিৎ সুত্বা “অমিত্বো পি ইমস্মিং লোকে পডিতো’ব সেব্যা” তি চিন্তেত্বা ইমং গাথং আহ-

সেয়ো অধিত্বো মেধাবী, যঁকে বালুনুকম্পকো,
পস্স রোহিণিকং জশ্মং মাতরং হস্তা সোচতীতি;
বোধিসত্ত্বে পডিতৎ পসংসত্ত্বে ইমায় গাথায় ধশং দেসেসি।

শব্দার্থ

বারাণসিয়ৎ-বারাণসীতে; রঞ্জৎ কারেন্টে-রাজত্বকালে; নিবৃত্তিত্বা-জন্মগ্রহণ করে; পিতু অচ্ছেন-পিতার মৃত্যুর পর; পাপুণি-প্রাপ্ত হলেন; তস্মাপি-তাঁরও; অন্তনো-নিজের; বীহি-ধান; পহরণট্ঠাং-মাড়াবার স্থান; আগস্ত্রা-এসে; নিপন্নং-শায়িত; মক্খিকা-মাছি; বারেই-তাড়িয়ে দাও; মুসলেন-মুদ্গর (গদা) ধারা; জীবিতক্ষয়ং-জীবন নাশ; পবত্তিৎ-ঘটনা; সেয়ো-শ্রেষ্ঠ; বাল-মূর্খ; অনুকম্পকো-দয়ার পাত্র; জশ্মং-বোকা, ইতর; হস্তা-হস্ত্যা করে; সোচিত-শোক করছে; পসংসত্ত্বে-প্রশংসা করে।

মর্মার্থ

প্রাচীনকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীর পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর রোহিণী নামে এক দাসী ছিল। রোহিণীর মা ধান মাড়াবার স্থানে শুয়েছিল। তাঁর গায়ে মাছি বসেছিল। মা মেরেকে মাছি তাড়াতে বলল। রোহিণি মাছি তাড়াতে গিয়ে মূখলের আঘাতে মাকে মেরে ফেলল। মায়ের মৃত্যুতে সে কাঁদতে লাগল। বোধিসত্ত্ব তা শুনে অঙ্গনীর নিন্দা ও পডিতের প্রশংসা করলেন।

পডিত শত্রু হলেও ভাল, দয়ার পাত্র মূর্খ হলে হিতে বিপরীত করে। নির্বোধ রোহিণীকে দেখ। সে মাতার প্রাণ সংহার করে অনুশোচনা করছে।

উপদেশ ৪: মূর্খ বন্ধুর চেয়ে পডিত শত্রুও ভাল।

মালুত জাতক

অতীতে একস্মিং পৰ্বতপাদে সীহো চ ব্যগ্যো চ ব্যে সহায়কা একিস্মা যেব গুহায়ং বসতি। তদা বোধিসত্ত্বেপি ইসিপৰবজং পৰবজিত্বা তস্মিং যেব পৰ্বতপাদে বসতি। অথেক দিবসং তেসং সহায়কানং সীতৎ নিস্মায বিবাদে উদপাদি। ব্যগ্যো “কালে যেব সীতৎ হোতী” তি আহ। সীহো ‘জুপুহে যেবা’ তি। তে উভেপি অন্তনো কঙ্খং ছিন্দতুং অসক্তোত্বা বোধিসত্ত্বং পুচ্ছিসু। বোধিসত্ত্বে ইমং গাথং আহ-

কালে বা যদি জুগ্নহে যদা বাধতি মালুতো, বাতজানি হি সীতাপি, উভেপি অপরাজিতাতি। এবং বোধিসত্ত্বে তে সহায়কে সংগ্ৰহাপেসি।

শব্দার্থ

একমিং-কোন এক; পবতপাদে-পাহাড়ের নিচে; চ-এবৎ; একিস্সায়েব-একই; বসতি-বাস করত; তদা-সে সময়; ইসিপব্বজ্জ-ঝৰি প্রবৃজ্যা; পকজিত্তা-প্রবৃজ্যা গ্রহণ করে; অথেক দিবসৎ-অতঃপর একদিন; তেসৎ-সেই; সহায়কবানং বুদ্ধদের মধ্যে; নিস্সায-উপলক্ষ করে; কালে-কৃক্ষপক্ষে; জুণহে-শুক্লপক্ষে; উভোপি-দুজনেই; অননো-নিজের; কঙ্গৎ-সন্দেহ; ছিন্দিতুং-দূর করতে; পুচ্ছিংসু-জিজ্ঞেস করল; গাথৎ আহ-গাথা বললেন।

মর্মার্থ

সুদূর অতীতে কোন পাহাড়ের পাদদেশে একটি বাঘ ও একটি সিংহ একত্রে গুহায় বাস করত। তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তখন বোধিসত্ত্ব ঝৰি প্রবৃজ্যা গ্রহণ করে সে পর্বতের পাদদেশ থাকতেন। একদিন সেই বন্ধুরূপের মধ্যে শীত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হল।

বাঘ বলল- কৃক্ষপক্ষে শীত হয়। সিংহ বলল-না, শুক্লপক্ষে। দুজনে সন্দেহ দূর করতে পারল না। অবশেষে তারা এক সম্পর্কে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাস করল। তদুন্তরে তিনি বললেন-

কৃক্ষপক্ষ অথবা শুক্লপক্ষে যখন বাঘু প্রবাহিত হয় তখন শীত হয়। তোমরা দুজনেই অপরাজিত। এরূপে বোধিসত্ত্ব দুই বন্ধুর বিবাদ মীমাংসা করলেন।

উপদেশঃ জ্ঞানীলোক মিথ্যা ধারণায় পর্যবসিত হয় না।

জন্মুখাদক জাতক

অতীতে বারাঙসিযং ব্রহ্মাদতে রজং কারেন্তে বোধিসত্ত্ব অঞ্চলতরমিং জয়সডে বুক্খদেবতা হুত্তা নিকন্তি। তত্রেকে কাকো জন্মুসাধাযং নিসিন্নো জন্মুপক্তানি খাদতি। অথেকো সিগালো আগস্তা উন্ধৎ ওলোকেন্তো কাকং দিয়া “যং নুনহং ইমসুস অভ্রতগুণং কথেত্তা জয়নি খাদেয়” ত্তি তস্স বণ্ণং কথেন্তো ইমং গাথৎ আহু

কোঁযং বিন্দুসুসরোগুং পবদন্তানং উভমো

অচুতো জন্মুসাধায় মোরচ্ছাপো বা কুজতী’তি

কুলপুতো’ব জানাতি কুলপুতে পসিংসিতং

ব্যাগেঘাচ্ছাপো সুরিথবণ্ণ ভুঞ সম্ম দদামী’তি।

এবঞ্চে পন বত্তা জন্মসাকং চালেত্তা ফলানি পাতেসি।

অথসিং জন্মুরুক্ষে নির্বত্তা দেবতা তে উভো’পি

অভ্রতগুণকথং কথেত্তা জয়নি খাদন্তে দিয়া ততিযং গাথৎ আহন্ত

চিরসং বত পস্সামি মুসাবাদী সমাগতে,

বন্তাদং কুনপাদঞ্চ অঞ্চলত্তে পস্সকে’তি।

ইমঞ্চ পন গাথৎ বত্তা সো দেবতা ভেরব রূপারস্মনং দস্সেত্তা ততো পলাপেসী’তি।

শব্দার্থ

অঞ্চলতরমিং-কোন এক; জয়সডে-জাম গাছের বনে; বুক্খদেবতা-বৃক্ষদেবতা ; হুত্তা-হয়ে; জন্মুসাধাযং-জাম গাছের ডালে; নিসিন্নো-বসে; জন্মুপক্তানি-পাকা পাকা জাম; ওলোকেন্তো-দৃষ্টিপাত করে; ইমসুস-এর; অভুগুণং-মিথ্যাগুণ; কথেত্তা-বলে; খাদেয়’তি-খা’ব’ বণ্ণং-প্রশংসা; কোঁযং-কে এই ; বিন্দুসুসরো-মধুর স্বরযুক্ত; বণ্ণং-মিষ্টভায়ী; পবদন্তানং-কথকদের মধ্যে; অচুতো-চুত না হয়ে ; মোরচ্ছাপো-ময়ুরশাবক; নং-তাকে; পাটিসংসন্তো-প্রত্যুন্তরে প্রশংসা করতে; সম্ম-বন্ধু; চালেত্তা-নেড়ে; পাতেসি-ফেলল; চিরসং-অবশেষে; বন্তাদং-ময়লা ভক্ষণকারী, কাক; কুনপাদঞ্চ-মৃতদেহ ভক্ষণকারী শৃগাল।

মর্মার্থ

বোধিসত্ত্ব এক জাম বনে বৃক্ষদেবতা হয়ে জনপ্রাণ করেছিলেন। সেখানে এক কাক জাম গাছের উপরি শাখায় বসে থাকা ফল খাচ্ছিল। তথায় একটি শৃঙ্গাল উপস্থিত হয়ে পাকা জাম থেতে চাইল। সে কাকের মিথ্যা প্রশংসা করে বলল-

শাখায় বসে ময়ুর শাবকের মত কে এত সুন্দর গান করছে?

কাক উত্তরে বলল-

কুলপুত্রেই কুলপুত্রের প্রশংসা করে। তোমাকে বাধের বাচার মত দেখাচ্ছে। বলু, তোমাকে থেতে দিচ্ছি। একে বলে কাক জাম গাছের শাখা নেড়ে জাম ফেলল। অতঃপর বৃক্ষদেবতা তাদের দুজনকে মিথ্যাগুণের প্রশংসা করতে দেখে বললেন-

অবশ্যে মিথ্যাবাদীর দেখা পেলাম। য়লা ভক্ষণকারী কাক এবং মৃতদেহ ভক্ষণকারী শৃঙ্গাল একে অপরের মিথ্যা প্রশংসা করছে।

এ গাথা বলে দেবতা ভীষণ আকৃতি প্রদর্শন করে সে স্থান থেকে তাদের দুজনকে তাড়িয়ে দিল।

উপর্যুক্ত : মিথ্যা দিয়ে কখনো সত্যকে আবৃত করা যায় না।

বহুভানি জাতক

অতীতে হিমবন্ত পদেসে একশিং সরে কচ্ছপো বসতি। দে হংস-পোতকা গোচরায় চরস্তা তেন সঙ্গিং বিসুসামং কত্তা দলহবিস্সামিকা হত্তা এক দিবসং কচ্ছপং পুঁঁঁিঃসু—“সম্ম, অম্হাকং হিমবন্তে চিত্তকৃট-পৰবত-ধলে কাঞ্চন গুহাযং বসন্টানং রমণীযো পদেসো, গচ্ছিস্সমি অম্হেহি সঙ্গিং”তি?—“অহং কথং গমিস্সামী”তি? যথং তুং নেস্সাম সচে মুখং রক্ষিতুং সক্রিস্সমি” তি। “সক্রিস্সামি সম্মা, গহেত্তা মং গচ্ছথা”তি। তে সাধু”সি বত্তা একং দণ্ডকং কচ্ছপং ডসাপেত্তা তস্ম উভো কোটিযো ডসিত্তা আকাসং পক্খর্কিংসু।

তৎ তথ্য হংসেহি নীয়মানানং গাম দারকা দিষ্মা “দে হংসা কচ্ছপং দণ্ডেন বহুত্তী”তি আহংসু। কচ্ছপো “যদি মং সহাযকা নেতি, তুম্হাকং এথ কিং দুট্টচেটকা”তি বথুকামো হংসানং সিঘবেগতায় বারাণসী-নগরে রাজনিবেসনসম্ম উপরিভাগং সম্পত্তকালে দৃষ্টিত্তানতো দণ্ডকং বিস্সজ্জিত্তা রাজাসনে পতিত্তা দেধা ভিজ্জি। তথা ইমং অতীতং আহরিত্তা গাথং আহ-

অবধি বত অন্তানং কচ্ছপো ব্যাহং গিরং,

সুগ্রতিতশ্চিং কঞ্চিং বাচায সকিযবাধি;

এবশ্চি দিষ্মা নরবিরিয়সেট্ট বাচং পমুঁক্ষে,

কুসলং নতিবেলং পস্সমি বহুভানেন কচ্ছপং;

ব্যাসনং গতন্তি বহুভানি জাতকং বিখারেসি।

শৰ্কার্থ

বহুভানি-যে বেশি কথা বলে; সরে-সরোবরে; হংসগোতকা-হাঁসেরবাচ্চা; গোচরায়-আহারের জন্য; চরস্তা-বিচরণ করতে করতে; সঙ্গি-সাথে; বিসুসাম-বিশ্বাস; দলহ-দৃঢ়; অম্হাকং-আমাদের; চিত্তকৃট পৰবতধলে-চিত্রকৃট পর্বতের পাদদেশে; কাঞ্চনগুহাযং-স্বর্গময় গুহায়; বসন্টানং-বাসস্থান; নেস্সাম-নিয়ে যাব; রক্ষিতুং-রক্ষা করতে; সক্রিস্সমি-সমর্থ হও; দণ্ডকং-লাঠি; ডসাপেত্তা- কামড়ায়ে ধরে; কোটিযো-প্রান্তদেশে; পক্খর্কিংসু-উড়ে চলল; নয়মাং-নেওয়ার সময়; দুট্টচেটকা-ঈর্ষা; সীঘবেগতায়-দ্রুতিগতির জন্য; রাজনিবেসনসম্ম-রাজপ্রাসাদের; বিস্সজ্জিত্তা-চৃত হয়ে; গিরং-বাকং; সকিযবাধি-নিজেকে নিহত করল; পমুঁক্ষে-ব্যবহার করবে; ব্যাসনং-বিপদ; বিখারেসী-বর্ণনা করলেন।

মর্মার্থ

এক সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করত। দুটি হংসশাবক আহারের অন্তেওগে বিচরণ করতে করতে তার সাথে প্রীতির বন্ধনে, আবন্ধ হয়ে অত্যন্ত বিশুসংগ্রায়ণ হয়েছিল। হংসশাবকদ্বয় পাদদেশে চিত্রকূট পর্বতের কাষ্ঠল গুহায় নিচে অবস্থিত জলপূর্ণ সরোবরে কচ্ছপকে নিতে চাইল। কারণ প্রীতের তাপদণ্ডে এ সরোবরে জল শুরুয়ে গিয়েছিল। কচ্ছপ সানন্দে সম্মত হয়। সে একটি লাঠি কামড়িয়ে ধরল। হংসশাবককেরা তাকে বারণ করে দিল, সে যেন কথা না বলে। হংসশাবকের তাকে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে যাবার সময় গ্রাম্য বালকেরা তা দেখে বরাবলি করতে লাগল-দেখ, দুটি হাঁস একটি কচ্ছপকে লাঠিতে করে নিয়ে যাচ্ছে। কচ্ছপ একথা শুনে, যদি আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যায় তাতে কেন এত ঈর্ষা-এ কথা বলতে গিয়ে হাঁসগুলোর দ্রুতিগতির জন্য বারাণসী নগরের রাজপ্রাসাদের ছাদের উপরে পতিত হয়ে কচ্ছপ মৃত্যুমুখে পতিত হল।

বন্ধু তখন অতীত প্রসঙ্গে উপাপন করে বললেন- কচ্ছপ কথা বলে নিজেকে মৃত্যুমুখে নিষ্কেপ করল। কাঠিকে দৃঢ়ভাবে ধরলেও বাক্যবারা নিজেকে নিহত করেছিল। বীর্যশীল ব্যক্তিরা সাবধানে মজলজনকবাক্য প্রয়োগ করেন যাতে অতিরিক্ত কথা বলার জন্য বিপদগ্রস্ত হতে না হয়।

উপদেশ : অতিভাষণ কারো জন্য মজল নয় বরং চ মূর্খের নামাঙ্কন।

গজেয় জাতক

অতীতে বারাণসিয়ৎ ব্রহ্মদণ্ডে রঞ্জৎ কারেন্ত বৌদ্ধিসঙ্গে গজাতীরে বুক্খদেবতা অহোসি। তদা গজায়মুনানৎ সংজ্ঞামট্টানে গজগেয়ো চা যমুনেয়ো চ দ্বি মচ্ছা “অহং সোভামি, ত্বং সোভাসী”তি রূপং নিস্মায বিবাদমানা অবিদূরে গঙ্গায তটে নিপন্নং দিষ্যা “এস অম্হাকং সোভনভাবং বা অসোভনভাবং বা জানিস্মস্তি” তি তৎ উপসংকমিত্বা “কিন্তু খো সম্ম কচ্ছপ, গজগেয়ো সোভতি উদাহু যামুনেয়ো”তি পুঁঁখৎসু।

কচ্ছপো গঙ্গযেয়াতি যামুনেয়োপি তুমহেহি পন দ্বীহি অহং এব অতিরেকতরং সোভামী”তি ইমং অথং পকাসেন্তো পঠমং গাথং আহ সোভতি মচ্ছা গজগেয়া অথ সোভতি যমুনা, চতুপ্পং, যং পুরিসো নিশ্চোধপরিমতলো ইসকায়তগীৰ চ সবেৰ বা অতিরোচতী”তি।

মচ্ছা তস্ম কথং সুত্বা “অম্হা পাক কচ্ছপো, অনুহেহি পুচ্ছিতং অকথেত্তা অঞ্চঞ্চমেব কথেসী”তি বত্তা দুতিযং গাথং আহংসু-

যংপুচ্ছিতং ন তৎ অক্খা,

অঞ্চঞ্চ অক্খানে পুচ্ছিতো।

অন্তপসংসকো পোসো নাযং অঙ্কাকং বুচ্ছতী”তি।

শব্দার্থ

গজায়যমুনানৎ-গজা ও যমুনা-নদীৱ; সংজ্ঞামট্টানে-সংজ্ঞামস্থানে; মিলনস্থানে; গঙ্গযেয়া-গজা নদীৱ অধিবাসী; সোভামি-সুন্দর হই; বিবদমানা-ঝগড়া করতে করতে; অবিদূরে-নিকটে; নিপন্নং-শায়িত; সোভনভাবং-সুশ্রীতাব; অসোভনভাবং-কুশ্রীতাব; জানিস্মস্তি-জীবনে; কিং-কি; অতিরেকতরং-আরও বেশি; পকাসেন্তো-প্রকাশ করতে; চতুপ্পদাযং-এ চতুপ্পদ, নিশ্চোধ পরিমতল-সম্পূর্ণ গোলাকার; ইসকায়তগীৰ-একট প্রীবাযুক্ত; অতিরোচতি-আরও; অম্হা-ওহে; পুচ্ছিতং-জিজ্ঞাসিত; অকথেত্তা-না বলে; অঞ্চঞ্চমেব-অন্য বিষয়; অক্খা-বলেছ; অন্তপ সংসকো-আত্মপুশ্সাকৰী; বুচ্ছতি-পছন্দ হচ্ছে।

মর্মার্থ

এক সময় বোধিসত্ত্ব গজাতীরে সৌভাগ্যশালী বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন গজা যমুনার মিলনস্থানে দুটি মাছ বাস করত। তাদের নামও ছিল গাঙ্গোয় ও যমুনেয়। তাদের মধ্যে 'কে সুন্দর'-এ নিয়ে ঝগড়া হল। তার পাশে গজার তীরে শায়িত এক কচ্ছপকে দেখতে পেল। তাকে তাদের দুজনের মধ্যে 'কে সুন্দর' তা মীমাংসা করে দিতে বলল। কচ্ছপ উত্তর দিল-

তোমরা দুজনেই সুন্দর; তার চেয়ে আমি আরও সুন্দর। মৎস্য দুটি তার কথা শুনে বলল-ওহে মন্দমতি কচ্ছপ, আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলছ কেন? তোমার আত্ম-প্রশংসার কথা ত আমরা জিজ্ঞেস করিনি।

উপদেশ : আত্ম-প্রশংসাকারীকে কেউ পছন্দ করে না।

টীকা

বারাণসী : প্রাচীন কাশী রাজ্যের রাজধানী ছিল। বরুণা ও অসি-এ দু নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলে এ স্থানে নাম হয় বারাণসী। এর নিকট ইসিপতন বা মৃগদাব নামক স্থানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন।

ব্রহ্মদত্ত : বারাণসীর রাজা ছিলেন। অধিকাংশ জাতকেই এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এটি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। বংশগত উপাধিমাত্র।

বোধিসত্ত্ব : সুমেধ তাগস দীপংকর বৃক্ষের নিকট বৃদ্ধত্ব লাভের জন্য প্রণিধান করেছিলেন। সে সময় থেকে তৃষ্ণিত ঘর্ষে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত পারমীসমূহ পূর্ণ করেন। ফলে বশ্যত্ব লাভের যোগ্য হন। তাঁর এ জীবন পর্যায়কে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। 'বোধি' মানে জ্ঞান এবং সত্ত্ব 'অর্থ' জীব। সুতরাং বোধিসত্ত্ব বলতে যার ভিত্তি জ্ঞানের বীজ অঙ্গুরিত হয়েছে তাকে বোঝায়।

জাতক : ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের কাহিনীগুলোকে জাতক বলা হয়। তিনি বোধিসত্ত্ব হিসেবে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মের এক একটি ঘটনা নিয়ে প্রত্যেকটি জাতক রচিত হয়েছে। কিন্তু ফৌজবল কর্তৃক রচিত জাতের সংখ্যা ৫৪৭টি।

তোমরা জাতকগুলোর উপদেশ মেনে চলবে। জাতক পাঠে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে। মানুষ সুচত্তুর হয়। ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলা যায়। ধর্মীয় উপদেশ নিয়ে তোমরা গঞ্জ লিখতে উদ্যোগী হবে। তাতে তোমাদের জ্ঞান আরও বিকশিত হবে।

অনুশীলনী

১. **রচনামূলক প্রশ্ন :**

ক. রেহিণী জাতকটি তোমার নিজের ভাষায় সেখ।

ক. মালুত জাতক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

গ. জন্মখাদক জাতকের শাখায় বসে কি ফল থাচ্ছিল? কে তার প্রসংসা করেছিল? তাদের উভয় স্বতাব কিরূপ ছিল?

ঘ. বহুভানি জাতকের মূলভাব লিপিবদ্ধ কর।

ঙ. 'আত্ম-প্রশংসাকারীকে কেউ পছন্দ করে না'-এটি কোন জাতকের উপদেশ? কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ক. রোহিণী কে? সে তার মাকে যেরে ফেলে কাঁদতে লাগল কেন?
- খ. বাঘ ও সিংহের মধ্যে কি নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়? বোধিসত্ত্ব তাদেরকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন?
- গ. 'কুলপুত্রাই কুলপুত্রের প্রশংসা করে'—উক্তিটি কোন জাতকের? উক্তিটির পালি অনুবাদ কর।
- ঘ. ময়ৎ ত্বৎ নেস্মায়, সচে মুখং রক্ষিতৃৎ সক্ষিস্সলি—পালি উন্ধৃতিটির বাংলা অনুবাদ কর।
- ঙ. দুজনের মধ্যে কে সুন্দর? কথাটি কোন জাতকের? উক্ত জাতকে উলিথিত মৎস্য দুটির নাম বল।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক. চিরসংবত ----- মুসাবাদী,
বন্ধাদৎ কৃগপাদনঞ্চ ----- পসংসকেতি।
- খ. অবধি বত -----কচ্ছপো-----গিরং
সুগ্রহিতাশ্মিং কট্টস্মিং সকিযাবধি।

৪. উভয় পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

- | | | |
|------------------------|----|------------------------|
| ক. তস্মাপি রোহিণী নাম | ক. | একমিং সরে কচ্ছপো বসতি। |
| খ. বোধিসত্ত্ব ইমৎ | খ. | ত্বৎ সোভসি। |
| গ. অতীতে হিমবন্ত পদেশে | গ. | দাসী অহোসি। |
| ঘ. অহং সোভামি | ঘ. | গাথং আহ। |

৫. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক. বারাণসীতে কে রাজত্ব করতেন?

১. সোমদত্ত
২. ব্রহ্মদত্ত
৩. জয়দত্ত
৪. ভুরিদত্ত

খ. রোহিণী তার মাকে কিসের ধারা আঘাত করেছিল?

১. অস্ত্রের
২. তীরের
৩. বুটের
৪. মৃষ্ণের

গ. 'পুঁজিংসু' শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি?

১. জিজেস করি
২. জিজেস করছি
৩. জিজেস করবে
৪. জিজেস করল

ঘ. গজাতীরে বৃক্ষদেবতারূপে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

১. হরিদত্ত
২. বুদ্ধদত্ত
৩. বোধিসত্ত্ব
৪. ঋথিদত্ত

ঙ. চিন্তৃট পর্বতের নিচে অবস্থিত গুহার নাম কি?

১. অঞ্জন
২. ভঞ্জন
৩. কাঞ্জন
৪. ব্যঞ্জন

চ. 'বিন্দুস্সরো' বলতে কি বোঝা?

১. মধুর স্বরযুক্ত
২. কর্কশ স্বরযুক্ত
৩. ইন স্বরযুক্ত
৪. প্রিয় স্বরযুক্ত

চতুর্থ অধ্যায়

ধম্পদট্ট কথা

ধন্মিক উপাসকসম্ব বথু

সাবধিযং কির পঞ্চসতা ধন্মিক উপাসকা নাম অহেসুং। তেসু একেকস্ম পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা। যো তেসং জেট্টকো তস্ম সত পুত্রা সত ধীতরো। তেসু একেকস্ম একেকা সলাকযাগু সলাকভত্তৎ পক্ষিকভকৎ নবচন্দনভৎ বস্বাসুসিকৎ। তেপি সক্বেব অনুজাতপুত্রা নাম অহেসুং। ইতি চুন্দসন্নং পুত্রানং ভরিযায উপাকস্মতি সোল্স সলাকযাগু আদীনি পৰাত্তি। ইতি সো সপ্তুন্দারো সীলবা কল্যাণধন্মো দান সংবিভাগরতো অহোসি।

অথস্ম অপরভাগে রোগে উপ্পজি; আযুসজ্ঞারো পরিহারি। সো ধন্মং সোতুকামো অট্ট বা সোলস বা ভিক্খু প্রেসেখা'তি সদ্য সন্তিকৎ পহিপি। সথা প্রেসেসি। তো গন্ধা তস্ম মঞ্চং পরিবারেত্তা পঞ্চেণ্ডেসু আসন্নে নিসিন্না।

“ভন্তে, অয্যানং মে দস্মনং দুলভৎ ভবিস্মসতি,

দুবলোমহি, একং মে সুতং সজ্বাথা'তি বুন্তে-

“কতরং সুতং সোতুকামো উপাসকা”তি?

“সববুদ্ধনং অবিজহিতং সতিপট্টান সুত্ততি বুন্তে-

“একাযনো অযং ভিক্খবে, মগ্নগো সন্তানং

বিসুদ্ধ্যা'তি সুত্ততং পট্টপ্রেসুং।”

তঙ্গি খণ্ডে ছই দেবলোকেহি সববালজ্জন্ম পতিমত্তিতা সহস্রসিদ্ধবযুত্তো দিসড়চযোজন সতিকা ছ রথা আগমিঃসু। তেসু ঠিতা দেবতা অহমাকৎ দেবলোকৎ নেসুসাম, অমহাংকৎ দেবলোকৎ নেসুসামী'তি—“আচ্ছা, মন্ত্রিকাভাজনং ভিন্দিত্বা সুবগ্ন ভাজনং গণ্হত্তো বিস অম্হাকৎ দেবলোকে অভিরমিত্তং ইধ নিবত্তাহী”তি বদিঃসু। উপাসকো ধম্মসরণন্তরাযং অনিছত্তো—“আগমেথ, আগমেথা” তি আছু। ভিক্খু ‘অম্হত্বে বারেত্তা’তি সঞ্চেণ্য তৃণ্হি অহেসুং। অথস্ম পুত্রবীতরো—“অম্হাকৎ পিতা ধম্মসরণেন অতিতো অহোসি, ইদানি গণ ভিক্খু পক্ষোসাপেত্ত সজ্বাযং কারেত্তা স্যমেব বারাযিথ অথ মযং মরণস্ম অভাযনক্ষত্তো নাম নষ্টী”তি বিবরিঃসু। ভিক্খু ইদানি অনোকাসোতি উট্টায় পক্ষমিঃসু।

উপাসকো ঘোকৎ বীতিনামেত্তা সতিং লভিত্বা পুত্তো পুঁচি—“কস্মা কন্দথা”তি?

“তাত, তুমহে ভিক্খু পক্ষোসাপেত্তা ধম্মং সুণত্তো স্যমেব বারাযিথ অথ মযং মরণস্ম অভাযনক্ষত্তো নাম নষ্টী”তি কন্দিমৃহাতি।

অয্যা পন কুহিং”তি।

“অনোকাসোতি উট্টায়াসনা পক্ষত্তা”তি।

“তাতা, নাহং অযোহি সম্বিং কথেমী”তি।

“অথ কেন সম্বিং কথেসি তাতা”তি?

ছই দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্কারিতা আদায আকাসে ঠঠা “অম্হাকৎ দেবলোকে অভিরম, অম্হাকৎ দেবলোকে অভিরমা”তি সদ্যং করোত্তি, তাহি সম্বিং কথেমী”তি।

“কুহিং তা, রথা, ন ময়ৎ পস্সামা:তি বুন্তে

“আহি তাতা”তি।

“কতর দেবলোকে রমণীয়ো”তি?

“সক্বাবোধিসন্নানং বুদ্ধমতা পিতুন্নঞ্চ পিতুন্নঞ্চ বসিত্তানং তুসিতভবনং রমণীয়ং তাতা”তি। “তেনহি তুসিতভবনতো আগতরথে লগ্নগত্তি পুপৃফদামং খিপথা”তি।

তে খিপিংসু। তৎ রথধূরে লগ্নগত্তা আকাসে ওলঘি। মহাজনো তদেব পস্সতি, রথং ন পস্সতি। উপাসকো—“পস্সথ তুং পুপৃফদামং”তি বত্তা—“আম পস্সামা”তি বুন্তে—

“এতৎ তুসিতভবনতো আগতরথে ওলঘতি, অহং তসিতভবনং গচ্ছামি, তুমহে মা চিন্তিয়িথ মম সন্তিকে নিবৃত্তিকামা হুত্তা ময়া কতনিয়ানেবে পুঞ্জঞ্জীনি করোথা”তি বত্তা কালং কত্তা রথে পতিত্তাসি। তাবদেবস্স তিগ্নাবৃতপ্রমাণো স্ট্রিসকট ভারালজ্জন পতিমডিতো অতভাবো নিবাস্তি। অছৱা সহস্সৎ পরিবারেসি, পঞ্চ বীসতি যোজনিকং কমকবিমানং পাতুরহোসি।

শব্দার্থ

ধন্মিকো উপাসকস্স বখু-ধার্মিক উপাসকের কাহিনী; পঞ্চসতা-গাঁচশত; অহেসুং-ছিল; একেকস্স-প্রত্যেকের ; সলাক-পালানুক্রমে সপুত্রদারো-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ; দানসৎভাগরতো-দানকার্যে রত; আবুসজ্জারো পরিহায়-অযু শেষ হয়ে গেল; সোত্কামো-শুনতে ইচ্ছা করে; সুস্থুসন্তিকং-শাস্তার নিকট; পহিণি-পাঠালেন; পরিবারেত্তা-ঘিরে; পঞ্জ-গ্রন্ত-প্রদত্ত; নিসিন্না-বসলেন; সজ্জাখ-শুনান; অবিজহিতং-অপরিত্যাজ্য; একায়নো-একটি মাত্র; সন্তানং-প্রাণিগণের; পট্টপেসু-আরম্ভ করোন; তম্মি- খণ্ডে—সে সময়ে; সক্বালজ্জন পতিমডিতা-সর্ব অলংকারে সজ্জিত; দিসড়ত্যোজন-দেড়শত যোজন; নেস্সাম-নেব; মতিকভাজনং-মাটির পাত্র; ভিন্নিত্তা-ভেঙ্গে; গণ্হত্ত্বে-গ্রহণ করে; অভিরামিতুং-উপভোগ করতে; সঞ্জঞ্চায়-মনে করে; বারোতি-নিষেধ করেন; অনোকাসোতি-অসময় বলে; পক্ষণ্ঠি-চলে গেলেন; বসিত্তানং-বাসস্থান।

মর্মার্থ

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধার্মিক উপাসক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ধার্মিক তার চৌদজন পুত্রকন্যা ছিল। তাঁরা ভিক্ষসংঘকে প্রতিদিন পালানুক্রমে যাগ-ভাত দান দিত। শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকত। এভাবে পরিবারের সবাই কল্যাণধর্মে নিরত থাকত। অতঙ্গের একদিন উপাসক রোগক্রান্ত হলেন। আয়ু শেষ হয়ে এল। মৃত্যুক্ষণে ধর্ম শুনতে চাইলেন। জ্ঞেতবন থেকে একদিন উপাসক রোগক্রান্ত হলেন। আয়ু শেষ হয়ে এল। মৃত্যুক্ষণে ধর্ম শুনতে চাইলেন। জ্ঞেতবন থেকে আটজন ভিক্ষু আসলেন। তাঁরা উপাসকের শয্যার পাশে প্রদত্ত আসনে বসলেন। উপাসক বললেন-ভেঙ্গে, আপনাদের দর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ হবে। আমি এখন মৃত্যুর পথযাত্রী। আমাকে স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র পাঠ করে শুনান। ভিক্ষুরা সূত্র পাঠ করতে লাগলেন।

সে সময় হয় দেবলোক থেকে দেবতারা হয়টি সুন্দর রথ নিয়ে উপাসকের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেবলোকের প্রশংসা করে রথে উঠতে বললেন। উপাসক ধর্মশুবণে এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ করলেন না! তিনি দেবতাদিগকে বললেন-আপনারা এখন অপেক্ষা করুন। ভিক্ষুরা তাঁদের সূত্র পাঠ করতে নিষেধ করলেন মনে করে নীরব হলেন। তাঁরা বিহারে চলে গেলেন। ছেলেমেয়েরা কাঁদতে লাগল। উপাসক অঞ্চলগ পর জেগে উঠে বললেন-তোমরা কাঁদছ কেন? আর্যরা এখন কোথায়? তাঁরা উত্তর দিল-ভিক্ষণগ চলে গেছেন। উপাসক বললেন-আমি তাঁদেরকে নিষেধ করি নি। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য দেবতারা রথ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা শব্দ করে আমার ধর্ম শ্রবণের বিষ্ণ সৃষ্টি করেছে বলে আমি তাঁদেরকে বারণ করেছি। তাঁর প্রমাণ ঘৰূপ উপাসক ছেলেদেরকে আকাশের দিকে একটি ফলের মালা ছুঁড়তে বলেন। তা শুন্যে ঝুলতে লাগল। পরমুত্তর্তে উপাসকের মৃত্যু হল। তিনি তুষ্ণিত দেবলোকে উপনীত হলেন।

উপদেশ : কৃতপুণ্য ব্যক্তিরা ইহ-পর উভয় লোকে আনন্দিত হয়।

দ্বে সহায়ক ভিক্খুনং বথু

সাবথিবাসিনো হি দ্বে কুলপুত্রা সহায়কা বিহারং গন্ত্বা সখুধমদেসনং সুত্তা কামে পহায সাসনে উরুং দত্তা পবরাজিত্তা পঞ্চ বস্মানি উপজ্বাযনিং সন্তিকে বসিত্তা সথারং উপসংকমিত্তা সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্তা বিপস্সানাধুরঞ্চ গুরুধুরঞ্চ বিথারতো সুত্তা একো তাৰ “অহস্ততে, মহলককালে পবরাজিতো, ন সক্ষিস্মামি গন্ধধুৰং পুৱেতাং, বিপস্সনাধুৰং পন পূৱেস্মামী”তি যাৰ অৱহত্তা বিপস্সনং কথাপেত্তা ঘটেত্তো বাযমত্তো সহ পটিসমিতিদাহি অৱহত্তং পাপুণি ।

ইতরো পন “অহং গন্ধধুৰং পূৱেস্মামী”তি অনুক্রমেন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গগ্নহিত্তা গতগত্ত্বানে ধ্যং দেসেতি, সৱভঞ্চঞ্চ ভগতি, পঞ্চন্তঃ ভিক্খুগতারং ধ্যং বাচেত্তো বিচৰতি, আট্টারসন্নং মহাগণানং আচৰিযো অহেসি । ভিক্খু সধু সন্তিকে অশ্চৰ্ত্তানং গণেত্তা ইতৰসু ধেৱসু বসন্ত্তানং গন্ত্বা তস্মোবাদে ঠত্তা অৱহত্ত পত্তা থেৱং বন্দিত্তা—“সথারং দৰ্টকামমহা”তি বদন্তি ।

থেৱ—“গচ্ছাথাবুসো মম বচনেন সথারং বন্দিত্তা অসীতি মহাথেৱে বন্দথ, সহাযকথেৱেম্পি মে অম্হাকং আচৰিযো তুম্হ বন্দতী’ত বন্দথাতি ।

তে বিহারং গন্ত্বা সথারঞ্চ থেৱে চ বন্দিত্ত “ভন্তে, অম্হাকং আচৰিযো তুম্হ বন্দতী”তি বুল্তে ইতৱেন চ “কো নাম এসো”তি বুল্তে “তুম্হাকং সহাযকভিক্খু ভন্তে”তি বদন্তি । এবং থেৱো শুনং সাসনং পহিলত্তে সো ভিক্খু থোকং কালং সহিত্তা অপৱত্তাগে সহিত্ত অসক্রোত্তো “অম্হাকং আচৰিযো তুম্হে বন্দতী”তি বুল্তে “কো এসো”তি বত্তা “তুম্হাকং সহাযকভিক্খু”তি বুল্তে “কিম্পন তুম্হে তস্স সন্তিকে গহিতৎ, কিৎ দীঘনিকাৰ্যসাদিসু অঞ্চঞ্চতরো নিকাযো, তীসু পিটকেসু এবং পিটকং”তি বত্তা “চতুষ্পদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পুঁসুকুলং গহেত্তা পৰ্বজিতকালে যেব অৱঞ্চঞ্চ পৰিট্টো, বহু বত অন্তবাসিকে লভি, তস্স আগতকালে ময়া পঞ্চহং পুচ্ছিতুং বট্টাতী”তি চিত্তেসি ।

অথ অপৱত্তাবে থেৱো সথারং দৰ্টমাগতো সহাযক থেৱসু সন্তিকে পত্তচিবৰং ঠপেত্তা গন্ত্বা সথারং চেব অসীতিমহাথেৱে বন্দিত্তা সহাযকসু বসন্ত্তানং পচ্ছাগমি । অথসু সো বন্তৎ কারেত্তা সমম্পমানং আসনং গহেত্তা পঞ্চহং পুচ্ছিস্মামী”তি নিসীদি । তস্মং খনে সথা—“এস এবৱৃপৎ মম পুতৎ বিহেত্তেত্তা নিৱয়ে নিব্ববন্তেয্যা”তি তস্মং অনুকম্পায বিহারচারিকং চৱত্তো বিয তেসং নিসিন্ত্তানং গন্ত্বা পঞ্চঞ্চত্তে বুদ্ধাসনে নিসীদি ।

নিসজ্জ থো পন গন্ধিকভিক্খুং পঠমজ্বানে পঞ্চহং পুচ্ছিতা তস্মং কথিতে দুতিযজ্জ্বানং আদিং কত্তা অট্টসুপি সমাপত্তীসু বৃপারূপে চ পঞ্চহং পুচ্ছ ইতৱো সব্বৰং কথেসি ।

অথ নং সোতাপ্তিমগ্নে পঞ্চহং পুচ্ছি । ইতৱো কথেতৎ নাসক্রথি । ততো বীণাবসথেৱং পুচ্ছি । থেৱো কথেসি । সথা “সাধু সাধু ভিক্খু”তি অভিনন্দিত্তা সেসমগ্নেসুপি পটিপটিযা পঞ্চহং পুচ্ছি । গন্ধিকো একমিপ কথিতৎ নাসক্রথি বীণাসৰো পুচ্ছিতৎ পুচ্ছিতৎ কথেসি । সথা চতুসু ঠানেসু তস্স সাধুকারং অদাসি । সথা ইমং পক্রণে ইয়ং গাথং অভাসি ।

বহুমিপচে সহিতৎ ভাসমানো

ন তকৰো হোতি নৰো পমত্তো

গোপেৰ, গাৰো গণযং পৱেসং ।

ন ভাগবা সাঞ্চঞ্চসু হোতি ।

অপ্মিপ চে সহিতৎ ভাসমানো

ধৰ্মসস হোতি অনুধন্মচারী,
ব্রাগঞ্চ দোসোঞ্চ পহায মোহং
সম্মগজানো সুবিমুত্তচিত্তো;
অনুপাদিযানো ইথ বা হুরং বা
স ভাগবা সাঞ্চেষস হোতীতি ।

শব্দার্থ

কুলপুত্তা-সবাংশজাত; দে সহায়ক ভিক্ষুনং বখু-দুই বন্ধু ভিক্ষুর কাহিনী; পহায-পরিভ্যাগ; উপসংকত্তি-উপস্থিত হয়ে; আচরিযুপজ্বাযানং (আচারিয়+উপজ্বাযানং)-আচার্য ও উপাধ্যায়ের; মহলককালে বৃন্দবয়সে; পুরেস্মারি-পুরণ করব; বিপস্সানবুরং-বিদর্শন ধূর (পথ); গন্ধবুরং-গন্ধবুর; অনুক্রমেন-ক্রমে ক্রমে; গতগতট্ঠানে-যেখানে সেখানে যেতেন; সরভঞ্চেং-মধুরস্বরে; কম্ট্ঠানং-কর্মস্থান; মহাগণাং-মহাপরিষদের; দুট্টকামম্হা-আমরা দেখতে ইচ্ছা করি; গচ্ছথারুসো-(গচ্ছথ+ আরুসো) যাও, বন্ধু (ভিক্ষুদের প্রতি নম্ন সম্মোধন); কো নাম এসো?-সে কে? কিমপন (কিং + পন)-এখন কি (প্রশ্ন অর্থে); সহিতং অসক্তো-সহ করতে না পেরে; পুংসুকুলং-পাংশুকুল (ধূসর বর্ণ); পঞ্চং প্রশ্ন; তক্রো-কর্মদক্ষ, চোর; গোপে-রাখাল; গণযং-গণনা; অপম্পি-অল্পত; সামঞ্চেষস-শ্রামগ্নের ভাগবা-অংশীদার ।

মর্মার্থ

শ্রাবস্তীর দুই বন্ধু বুন্দের উপদেশ শুনে প্রত্যজ্ঞা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন বয়স্ক এবং অপরজন যুবক ছিলেন। তাঁরা পাঁচ বছর গুরুর নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করলেন। পরে বয়স্ক ভিক্ষু বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে অর্হতফল লাভ করেন।

যুবক ভিক্ষু গ্রন্থবুর অবলম্বন করে ত্রিপিটকের বৃদ্ধবচনসমূহ শিক্ষা করতে লাগলেন। তিনি সেখানে যেতেন সেখানে মধুরস্বরে ধর্মদেশনা করতেন। তিনি আঠারটি পরিষদের আচার্য ছিলেন।

বিদর্শন সমাপ্তকারী ভিক্ষুরা একদিন জেতবলে বুদ্ধ-দর্শনে যাচ্ছিলেন। অর্হৎ স্থবির তাঁদেরকে বললেন-তোমার ভগবানকে বন্দনা শেষে বন্ধু ভিক্ষুর কুশল জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে আমার বন্দনা জানাবে। ভিক্ষুরা জেতবলে উপস্থিত হয়ে বন্ধু ভিক্ষুর সাথে দেখা করে এবুপ বলবেন- আচার্য আপনাকে বন্দনা করেছেন। বন্ধু ভিক্ষু পাতিত্যের অহংকারে না চেনার ভাব করে বললেন-সে কে? সে ত্রিপিটকের কি জানে? সে এলে আমি তাকে ত্রিপিটক থেকে প্রশ্ন করব।

অতঃপর একদিন অর্হৎ স্থবির ভগবানকে দেখতে এলেন। গ্রন্থবুর ভিক্ষু তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে পাশে বসলেন। বুদ্ধ তা অবগত হয়ে চিঙ্গা করলেন-এ ভিক্ষু বিমুক্ত ভিক্ষুকে তচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নরকে উৎপন্ন হবে। তাই তিনি উভয়কে ধ্যানের বিবিধ স্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। অর্হৎ ভিক্ষু চারটি ধ্যানের অন্তর্গত সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। গ্রন্থবুর ভিক্ষু তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান সম্পর্কে নীরব রইলেন। যাঁরা মার্গ-ফললাভী নন তাঁদের এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে না। ভগবান মার্গ-ফললাভী ভিক্ষুকে সাধুবাদ দিয়ে অভিনন্দিত করলেন।

উপদেশ :

রাখাল পরের গভী গণনা করে কিন্তু গো-রসের অধিকারী হয় না। সেরূপ যে ব্যক্তি ত্রিপিটকের বহুগ্রন্থ আবৃত্তি করেও নিজে আচরণ করে না সে শ্রামগ্নের অধিকারী হয় না।

যিনি অগ্রমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করেও ধর্মানুকূল জীবন গঠনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্ত হন, তিনি প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী।

তোমরা ধার্মিক উপাসক ও দুই বন্ধু ভিক্ষুর কাহিনীর উপদেশগুলো মনে রাখবে। ধার্মিক উপাসক ও তাঁর পরিবারের সবাই প্রতিদিন ভিক্ষুসংঘকে শিন্দদান করতেন। উপাসক নিখুঁতভাবে শীল রক্ষা করতেন। ত্রিরঙ্গের প্রতি প্রাণাচ্ছ শুদ্ধি ছিল বলেই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেবলোকের দেবতারা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য রথ নিয়ে এসেছিল। তোমাদের সকলের দান, শীল, ভাবনা অনুশীলন করা একান্ত দরকার। তা হলে তোমরাও দেবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হবে। শুধু বন্ধু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলে হয় না। উপদেশগুরূ অল্প বিষয় শিক্ষা করে তা নিজের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। বয়স্ক ভিক্ষুর জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ধার্মিক উপাসকের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- 'কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহ-পরকালে আনন্দিত হয়'-ধার্মিক উপাসকের কাহিনীর আলোকে এ উক্তির ব্যাখ্যা প্রদান কর।
- দুই বন্ধু ভিক্ষুর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।
- 'প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী'-এ সহায়ক ভিকখনৎ বন্ধু সংক্ষেপে আলোচনা করে উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ধার্মিক উপাসকের পুত্রকন্যা করাজন? তাঁরা সর্বদা কিসে নিরত থাকত?
- ভিক্ষুরা কোন সূত্র পাঠ করেছিলেন? তাঁরা চলে গেলেন কেন?
- 'আপনারা এখন অপেক্ষা করুন'-উপাসক এ কথাটি কাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন?
- দুই বন্ধু ভিক্ষু কে কোন পথ অবলম্বন করেছিলেন? কে অর্হতফল লাভ করেছিলেন?
- গ্রন্থধূর ভিক্ষুর অহংকারের কারণ কি?

৩. ঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (/) চিহ্ন দাও :

- দেবলোক থেকে দেবতারা কয়টি রথ নিয়ে এসেছিলেন?
 ১. চারটি
 ২. পাঁচটি
 ৩. ছয়টি
 ৪. সাতটি
- তোমরা কাঁদছ কেন?-এটা কার উক্তি?
 ১. পুত্রকন্যার
 ২. উপাসকের
 ৩. ভিক্ষুদের
 ৪. দেবতাগণের
- গ. 'অয়া পন কোহিং'তি? কথাটি বাংলা অর্থ কি?
 ১. আর্যরা এখন কোথায়?
 ২. অন্যেরা এখন কোথায়?
 ৩. আর্য এখন কোথায়?
 ৪. অপর ব্যক্তিটি কোথায়?
- ঘ. কো এসো? এর বাংলা অর্থ কি?
 ১. এরা কে?
 ২. সে কে?
 ৩. কে এসেছিল?
 ৪. কে আসছে?

পঞ্চম অধ্যায়

পদ্য

নিধিকুড় সুত

১. নিধিৎ নিধেতি পুরিসা গম্ভীরে ওদকত্তিকে,
অথে কিছে সমুজ্জলে অথায় মে ভবিসুসতি ।
২. রাজতো বা দুরুত্সস চোরতো পীগিতস্স বা,
ইণ্সস বা পমোক্খায দুর্ভিক্ষে আপদাসু বা;
এতদথায লোকসিং নিধি নামে নিধীয়তে ।
৩. তাব সুনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকত্তিকে,
ন সর্বো সরবদা এব তস্স তৎ উপকপ্পতি ।
৪. নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্চাবসস বিমুযহতি,
নাগা বা অপনামেতি ষক্খা বাপি হরতি তৎ,
৫. অপ্পিয়া বাপি দায়াদা উকুরত্তি অপসুসতো,
যদা পুঞ্চেকখযো হোতি সরবমেতৎ বিনস্সতি ।
৬. যস্স দানেন সীলেন সঞ্চেতনেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইথিয়া পুরিসস্স বা;
৭. চেতযিমহি চ সঙ্গে বা পুগ্গলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি বাপি অথো জেট্টমহি ভাতরি,
৮. এসো নিধি সুনিহিতো অজেয়ো অনুগামিকো,
পহায গমনীয়েসু এতৎ আদায গচ্ছতি ।
৯. অসাধারণ মঞ্চেসৎ অচোরহরণো নিধি,
কথিরাথ ধীরো পুঞ্চেগানি যো নিধি অনুগামিকো ।
১০. এস দেব-মনুস্সানং সরবকামদদো নিধি,
যৎ যদেবাভিপথেতি সরবমেনেত লব্ভতি ।
১১. সুবগ্রতা সুস্সরতা সুসঞ্চন সুরূপতা,
আবিপছং পরিবারো সরবমেতেন লব্ভতি ।
১২. পদেসরজং ইস্সরিযং চক্রবত্তিসুখশ্চিপ্যং,
দেবরজস্পি দিকেবসু সরবমেতেন লব্ভতি ।
১৩. মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিবৰানসম্পত্তি সরবমেতেন লব্ভতি ।
১৪. মিস্তসম্পদমাগমা যোনিসো বে পয়ুজ্জতো,
বিজ্ঞাবিমুত্তি বসীভাবো সরবমেতেন লব্ভতি ।
১৫. পটিসম্ভদা বিমোক্খা চ যা চ সাৰ্বকপারমী,
পচ্ছেকবোবি বুদ্ধভূমি সরবমেতেন লব্ভতি ।
১৬. এবৎ মহিদ্বিয়া এসা যদিদৎ পুঞ্চেসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসতি পতিতা কতপুঞ্চেতত্তি ।

শব্দার্থ

নিধিকুড়-ধন পরিচ্ছেদ; সুতৎ-সূত্ৰ ; গম্ভীরে ওদকত্তিকে-জলসপৰ্ণী গভীর গর্তে; নিধিৎ নিধেতি-ধন প্রাথিত করে রাখে; অথে কিছে সমুপল্লে-অর্থাত্বার দেখা দিলে; মে অথায ভবিসুসতি-আমার কাজে লাগবে; রাজতো দুরুত্সস-রাজার দৌরাত্ম্য থেকে; চোরতো পীগিতস্স বা-দস্যু তস্করের গীড়ন থেকে; ইণ্সস বা

পমোক্খায়-ঝাগ থেকে মুক্তির জন্য; এতদখ্যায়-এ হেতু; নিধি নাম-ধন নামে; সুনিহিতো সন্তো-উত্তমরূপে নিহিত ধাকলেও; তস্ম ন উপকৃতি-ভার হচ্ছতগত হয় না; নিধি বা ঠানা চবতি-ধন স্থানচ্ছাত হয়; সংগ্রহাবস্ত্ব বিমুহুতি-সৃতিচ্ছ বিস্মৃত হতে পারে; নাগা বা অপনামেতি-নাগগণ সরাতে পারে; অপিয়া দায়াদা-অপিয় উত্তরাধিকারীগণ, অপসন্তো-অজ্ঞাতসারে; উদ্বৃত্তি-উত্তোলন করতে পারে; পুঁঁ-একখ্যো-পুণ্যক্ষয়; বিনস্তি-বিনষ্ট হয়; সংগ্রহেন-সংযমের দ্বারা; জেটঁ-ঠমাহি ভাতরি-জ্যেষ্ঠ আতাকে; অনুগামিকো-অনুগামী; পহায়-ভ্যাগ করে; গমনীয়েসু-গন্তব্যস্থানে অর্থাৎ পরলোকে; আদায় গচ্ছতি-নিয়ে যায়; পুঁঁ-এগনি কথিরাখ-পুণ্যার্জন করবে; সবকামদদো-সকল কামনা পূর্ণ করে; যৎ যদেবাতিপথেতি-যা যা প্রার্থনা করা যায়; সুস্বরবৃত্ত; সুস্থান- ‘অজ্ঞাসমুহের’ সুগঠন; সুরূপতা-সৌন্দর্য; আবিপচছঁ- আবিপত্ত্য; ইস্সরিযঁ- ঐশুর্য; যা রতি-যে আনন্দ; যোনিসো-সজ্জানে; পথজ্ঞতো-যোগনুষ্ঠান করেন; বিজাবিমুক্তিবসিভাবো-বিদ্যা, বিমুক্তি ও বশীভাব; বিমোক্খ-বিমোক্ষ; পচেক বোধি-প্রতেক বুদ্ধ; যদিদং-যা এই জ্ঞান; মহিষিয়া-মহাখালিসম্পন্ন; তস্মা-তন্মেতু; কতপুঁঁ-এঁ-কৃতপুণ্য; পসংসন্তি-প্রশংসা করেন।

নিধিকুড় সূত্রের উৎপত্তি

ভগবান বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরীতে জনেক ব্যক্তি বাস করতেন। একদা তিনি শৃদ্ধাচিত্তে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে পিদোদান দিচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে সারদিন ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি শ্রেষ্ঠীকে নেওয়ার জন্য দৃত প্রেরণ করলেন। যখন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের সেবায় নিরত ছিলেন তখন দৃত এসে রাজার আদেশ জানালেন। তা শুনে শ্রেষ্ঠী দৃতকে বললেন-এখন যাও আমি পরম ধন সঞ্চয় করতে ব্যস্ত আছি।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধ গ্রহণ সমাপ্ত করে শ্রেষ্ঠীকে ধর্মদেশনা করলেন। তথাগত পুণ্য সম্পদকে যথার্থ নিধি বা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আখ্যায়িত করে নিধিকুড় সূত্র প্রবর্তন করেন।

মর্মার্থ

বর্তমানে ব্যাংক, ডাকঘর প্রভৃতিতে টাকা পয়সা, মূল্যবান অলংকার গচ্ছিত রাখা ব্যবস্থা আছে। প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। তখন নিরাপত্তার জন্য গভীর গর্তে ধন পুঁতে রাখা হত। বিপদকালে দুর্ভিক্ষের সময়, অতাবে গর্ত থেকে সে ধন উঠায়ে ব্যয় করা হত। এরূপ প্রোথিত ধন অনেক সময় উপকারে আসত না। অপিয় আত্মায়মজন, যক্ষ কর্তৃক এ ধন স্থানচ্ছাত হত। মানুষের পুণ্যক্ষয় হলেও সে ধন হারিয়ে যেত।

স্ত্রীলোক বা পুরুষের দান, সংযম ও দমগুণের দ্বারা যে পুণ্যবৃপ্ত ধন নিহিত হয় এবং সে ধন চৈতাপ্রতিষ্ঠা, সংঘ, পুদ্গল, অতিথি, মাতাপিতা ও জ্যেষ্ঠ ভাতার সেবায় নিয়োজিত হয়, সে ধনই প্রকৃত ধন, সুনিহিত, অজ্ঞয় ও অনুগামী হয়। কেবল এ ধন নিয়েই নরনারীগণ পরলোক গমন করে।

এতে অন্যের অধিকার নেই। চোর, ডাকাত হরণ করতে পারে না। যে পুণ্যসম্পদ পরলোকে গমন করে পদ্ধিত ব্যক্তির তা সম্পাদন করা কর্তব্য।

এ ধন দেব-মনুষ্যগণের সকল কামনা পূর্ণ করে। যা যা প্রার্থনা করা হয়, এ পুণ্য দ্বারা তা সব লাভ করা যায়। সুন্দর শরীর, সুমধুর কষ্টস্বর, অজ্ঞাসৌষ্ঠব, আবিপত্ত্য, আত্মায়মজন, সবকিছু এর দ্বারা লাভ করা যায়।

এমনকি রাজত্ত, ঐশুর্য ও দেবলোক পর্যন্ত লাভ করা যায়। যিত্র সম্পদও লাভ হয়ে থাকে। যিনি সজ্জানে যোগানুষ্ঠান করেন তাঁর বিদ্যা, বিমুক্তি ও বশীভাব বিষয়ক শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে।

চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা, আট প্রকার বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী, প্রত্যেক বুদ্ধজ্ঞান সম্যক সংস্থাধি পর্যন্ত লাভ করা যায়।

সেই পুণ্যসম্পদ যেহেতু মহাগুণসম্পন্ন, সেহেতু সকল নরনারী, পতিত ব্যক্তিগণের পুণ্যসম্পদ আহরণ করা কর্তব্য। এ পুণ্যরাশিকে বৃন্দপ্রমুখ আর্যশ্রাবকেরা অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন।

‘নিষ্ঠ’ শব্দের তাৎপর্য

‘নিষ্ঠ’ শব্দের সাধারণ অর্থ ধন। ধন দু’প্রকার-পার্থিব এবং পরমার্থ। এ ধন সংরক্ষণ করাকেই নিষ্ঠ বলা হয়। বুদ্ধের মতে টাকা পয়সা, ধনদৌলত, সোনারূপা, মণিরত্ন পার্থিব ধন এবং অন্যদিকে দান, শীল, ভাবনা, পরোপকার, মাতাপিতার সেবা, স্ত্রীপুত্রের তরণপোষণ, অতিথি সেবার মাধ্যমে যে পুণ্য সঞ্চিত হয় তা পরমার্থ ধন। এ ধন কেউ ছুরি করতে পারে না এবং ইহা পরকালে সুখ প্রদান করে।

খুদক পাঠো

‘খুদক’ শব্দের অর্থ ‘ক্ষুদ্র’ এবং ‘পাঠো’ শব্দের অর্থ ‘পাঠ’ বা ‘আবৃত্তি’। এটি সুভ পিটকের অন্তর্গত খুদক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ।

খুদক নিকায় কিন্তু ছোট নয়, সুভ পিটকের বিরাট অংশ। প্রথম গ্রন্থ ‘খুদক পাঠো’ এর নামানুসারেই খুদক নিকায়ের নামকরণ হয়েছে।

খুদক পাঠো-এর বিষয়বস্তু হল ৪ সরণিত্বঃ, দসসিক্খাপদঃ, দ্বাণিংসকারো, কুমার পঞ্চহো, মঙ্গল সুতঃ রতন সুতঃ, তিরোকুড় সুতঃ, নিধিকড় সুতঃ ও মেত সুতঃ। এ গ্রন্থখানি ভিক্তু শ্রামণ ও উপাসক উপাসিকাদের অবশ্য পাঠ্য। এ জন্য এ গ্রন্থের শেষ শব্দটি ‘পাঠো’ হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- নিষিকুড় সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দাও।
- নিষিকুড় সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- অজেয় ও অনুগামী নিষি কি কি লেখ।
- নিষিকুড় সূত্রের মর্মার্থ লেখ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- প্রাচীনকালে মানুষেরা ধন কোথায় লুকিয়ে রাখত?
- সে ধন কিভাবে নষ্ট হত?
- বর্তমানে টাকা পয়সা ও মূল্যবান অলংকারাদি রাখার কি ব্যবস্থা আছে?
- শ্রেষ্ঠ ‘পরম ধন’ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?
- ‘অথে কিছে সমুপন্নে অথায মে ভবিসস্তি’-পালি অংশটির বাংলা অনুবাদ কর।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. যস্ম দানেন-সঞ্চয়মেন- চ,

নিধি-হোতি-পুরিসস্ম বা।

খ. মানুসিকা - সম্পত্তি - চ যা রতি,

যা চ নিবৃবানসম্পত্তি -লব্ধতি।

৪. ঠিক উভয়ে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক. কিসের দ্বারা পুণ্যসম্পদ অর্জিত হয়?

১. টাকা পয়সা

২. ধনদৌলত

৩. ব্যবসা বাণিজ্য

৪. দানশীল

খ. কোনটি প্রকৃত ধন?

১. ধর্মাচরণ

খ. মণিমুক্তা

৩. যশ প্রতিপত্তি

৪. গরু ছাগল

গ. কোনটি ঢোরে হরণ করতে পারে না?

১. কাপড়চোপড়

২. জিনিসপত্র

৩. সোনা রূপা

৪. পুণ্যসম্পদ

ঘ. ভগবান বুদ্ধ কার নিকট নিধিকন্ত সূত্র দেশনা করেছিলেন?

১. যশ্কের

২. শ্রেষ্ঠীর

৩. দেবতার

৪. ব্রহ্মার

ঙ. কোনটি খুন্দক পাঠ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত?

১. কুমার পঞ্চহো

২. মিলন পঞ্চহো

৩. পুগ়ল পঞ্চগ্রন্থি

৪. পঞ্চপঞ্চা ভাবনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকনীতি

পড়িতো কড়

১. সিপগং সম নথি, সিপগং চোরা না গণহরে
ইধলোকে সিপগং মিতৎ, পরলোকে সুখাবহৎ॥
২. অগ্রপকৎ নাতিমঞ্চেওয়্য, চিতে সুতৎ নিধাপযে।
বশিকোদক বিন্দু'র চিরেন পরিপূরতি ॥
৩. সেলে সেলে না মানিকৎ, পজে গজে না মুক্তিকৎ।
বনে বনে না চন্দনৎ, ঠানে ঠানে ন পডিতৎ॥
৪. পোথকেসু যৎ সিপগং পরহেথেসু যৎ ধনৎ।
যথাকিছে সমৃদ্ধপন্নে ন তৎ সিপগং ন তৎ ধনৎ॥
৫. নথি বিজ্ঞাসমৎ মিতৎ, ন চ ব্যবিসমো রিপু।
ন চ অন্তসমৎ পোমৎ, ন চ কম্ব সমৎ বলৎ॥
৬. যাবজ্জীবশিপ চে বালো পডিতৎ পথিবুপাসতি।
ন সো ধশৎ বিজানাতি দবির সুপরসৎ যথা॥
৭. বৃপ্যোবনাম্পলা বিসালকুলসম্ভবা।
বিজাহীন ন সোভাতি, নিগুগ্নৰ্থা ইব কিংসুকা॥
৮. হীনপুত্রো রাজামচ্চো, বালপুত্রো চ পডিতো।
অধনস্স ধনৎ বহু, পুরিসানৎ ন মঞ্চেওয়্যৰ্থা॥

শব্দার্থ

সিপগং-বিদ্যা; সমৎ-তুল্য; নথি-নেই; ন-না; গনহরে-নিতে পারে; মিতৎ-বশ্র; অগ্রপকৎ-অগ্র; নাতিমঞ্চেওয়্য-অবহেলা'কর না; নিধাপযে- রেখে দেবে; বশিক-উইয়ের চিবি; উদকবিন্দু 'ব-জলবিন্দু'র ন্যায়; চিরেন-আচিরে; পরিপূরতি-পূর্ণ হয়; খুদোতি-ক্ষুদ্র বলে; মুক্তিকৎ-মুক্তা; সেলে-পর্বতে; গজে-হাতিতে; ঠানে-স্থানে; পোথকেসু-পশতকে; যথাকিছে-প্রয়োজন; সমৃদ্ধপন্নে-উৎপন্ন হলে; রিপু-শত্রু; অন্তসমৎ-নিজের সমান; দবি-চামচ; যাবজ্জীবশিপ-সারাজীবন; বারো-মূর্খ; পথিবুপাসতি-সেবা করে; বিজানাতি-বিশেষভাবে জানে; সুপরসৎ-বোল; বৃপ্যোবন-রূপযৌবন; কুলসম্ভবা-কুলে জাত; ইব-তুল্য; কিংসুক-পরাশ ফুল; ন সোভাতি-শোভা পায় না।

পডিত কড়

পডিত মানে বিদান এবং কড় অর্থ হল অধ্যায়। অর্থাৎ বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিদ্বান ব্যক্তির গুণাবলি যে অধ্যায়ে সংগৃহীত তার নামকরণ হয়েছে পডিত কড়।

সারাংশ

বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ ধন যা চোরেরা পর্যন্ত হরণ করতে পারে না। বিদ্যা ইহজন্যে বশ্র তুল্য ও পরলোকে সুখপ্রদ।

অল্প হলোও বিদ্যাকে হেয় জ্ঞান করতে নেই। যা শ্রবণ করা হয় তা ধারণ করবে। উইয়ের চিবি কিংবা বিন্দু বিন্দু জল ক্রমে বিশাল আকার ধারণ করে।

প্রত্যেক পর্বতে মণি, প্রত্যেক হাতিতে মুক্তা ও প্রত্যেক বনে চন্দন থাকে না। সেরূপ প্রত্যেক স্থানে পডিতও থাকে না। পুস্তকে স্থিত বিদ্যা এবং পরহস্তগত ধন প্রয়োজনে কোন কাজে আসে না।

বিদ্যার সমান বশ্র নেই এবং রোগের সমান শত্রু নেই। তেমনি নিজের সমান প্রিয়পাত্র ও কর্মের সমান বল নেই।

লোকনীতি

যে নীতি বা উপদেশসমূহ অনুসরণ করলে সকল মানুষের উপকার সাধিত হয়, সেগুলোই লোকনীতি। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করার জন্য এ নীতিগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। লোককল্যাণ হিসেবে এ হিতোপদেশগুলো শিক্ষা করা উচিত। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এ নীতিগুলোর গুরুত্ব অপরিহার্য।

ধম্মপদ

অপৃপমাদ বগ়গো

১. অপৃপমাদো অমতপদং, পমাদো মচুনো পদং,
অপৃপমতা না মীষণ্টি, যে পমতা বথামতা।
২. এতৎ বিসেসতো এওত্তা অপৃপমাদমৃহি পতিতা,
অপৃপমাদে পমোদণ্টি, অরিযানং গোচরে রতা।
৩. তে বাযিনো সাততিকা নিচৎ দলহপরাকুমা,
ফুসণ্টি ধীরা নিবৰানাং যোগকুখেমং অনুশুরং।
৪. পমাদং অনুযুএঞ্জণ্টি বালা দুষ্মেধিনো জনা;
অপৃপমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং'ব রক্খতি।
৫. অপৃপমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠতং গতো,
অপৃপমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা।

শব্দার্থ

অপৃপমাদ-অপৃমাদ; বগ়গো-বর্গ, শ্ৰেণি, দল, অধ্যায়; অমতপদং-অমৃতের পথ; মচুনো-মৃত্যুর; অপৃপমতা-অপ্রমত্তগণ; যথামতা-মৃত্যুরূপ; বিসেসতো-বিশেষভাবে; এওত্তা-জনে; অরিযানং-আর্যগণের; রতা-রত থাকেন; অনুযুএঞ্জণ্টি-অনুসরণ করে; বালা-মুৰ্খগণ; দুষ্মেধিনো জনা-অজ্ঞ ব্যক্তিগণ; রক্খতি-রক্ষা করে; মঘবা-দেবরাজ ইন্দ্ৰ; সেট্ঠতং-শ্ৰেষ্ঠত্ব।

সারাংশ

অপৃমাদ অমৃতের পথ। প্রমাদ মৃত্যুর দ্বারাৰূপ। অপ্রমত ব্যক্তিৰ কথনও মৱেন না। তিনি মৱেও অমৱ। প্রমত ব্যক্তিৰ জীবনেৰ কোন মূল্য নেই। সৰ্বদা নিন্দিত হয়। পতিত ব্যক্তি এটা জনে সদা অপৃমাদে রত থাকেন। তিনি সৰ্বত্র প্ৰশংসিত হন। অপৃমাদকে শ্ৰেষ্ঠ ধনেৰ ন্যায় সফত্তে রক্ষা কৱেন। এতে আনন্দিত হন। সতত সংকাৰ্যে উদ্যোগী হন। উদ্যমশীল, সৃতিমান ব্যক্তিৰ বশ চতুর্দিকে প্ৰচাৱিত হয়। মেধাবী ব্যক্তি অপৃমাদেৰ দ্বাৰা এমন জীবন গঠন কৱেন যাকে সংসাৰে স্নোত ধৰ্ম কৱতে পাৱে না। নিয়ত জাহ্নত থাকেন। অপ্রমত ব্যক্তি বাধাসমূহ অগ্ৰিৰ ন্যায় দণ্ড কৱে সাধনাৰ মাধ্যমে নিৰ্বাণ লাভ কৱেন।

চিত্ত বগ়গো

১. ফন্দনং চপলং চিত্তং দুৱাক্ষং দুন্নিবারযং,
উজুং কৱোতি মেধাবী উসুকাৰো'ব তেজনং
২. বারিজো'ব থলে খিণ্ডো ওকমোকতো উব্বততো,
পৰিফন্দতি'দং চিত্তং মাৱবেয়ং পছাতবে।
৩. দূৱাগমং একচৱং অসৱীৱং গুহাসযং
যে চিত্তং সঞ্চামেসসন্তি মোক্ষত্বি মাৱবম্বনা।
৪. দিসো দিসং যং তৎ কথিৱা বেৱী বা পন বেৱিনং
মিছা পণিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো কৱে।
৫. ন তৎ মাতাপিতা কথিৱা অঞ্চেও বাপি চ এগাতকা,
সমাপণিহিতং চিত্তং সেব্যসো নং ততো কৱে।

শব্দার্থ

ফন্দনঃ—স্পন্দনশীল; চপলঃ—চঞ্চল, দুরক্ষৎ—দুরক্ষণীয়; দুন্নিবারয়ঃ—দুন্নিবার্য; উজুঃ—সোজা; উসুকারো—শরনির্মাতা; বারিজে'ব—মাছের ন্যায়; খলে—স্থলে; খিত্তো—নিক্ষিপ্ত; গরিফন্ডতি—ধূক ধূক করে; মারধেয়—মাররাজ্য; পহাতবে—ছেড়ে যাবার জন্য; দূরঙ্গামঃ—দূরগামী; গুহাসয়ঃ—গুহায় (হনয়ে) আশ্রিত; সঞ্চ্চেতনেস্সত্তি—সংযত করেন; মোক্ষস্তি—মুক্তি লাভ করেন; দিসেো দিসঃ—শত্রু শত্রুর; বেরী—অনিষ্ট কারী/শত্রু; এগাতকা—জ্ঞাতিগণ; সমাপগিহিতঃ—সত্যনিবিষ্ট।

সারাংশ

চিন্ত স্বভাবত চঞ্চল চপলমতি বালকের মত এদিকে ঘুরে বেড়ায়। একস্থানে আবস্থা হয়ে থাকতে চায় না। এর গতিকে প্রতিহত করা কঠিন। সহজে দমন করা যায় না। সদা বিচরণশীল। ভাল-মন্দ সব কিছুতে লিপ্ত হতে চায়। রেঁধে রাখা যায় না। জল থেকে জীবন্ত মাছ যেমন কুলে ছুঁড়ে মারলে ছটফট করে জলে ফিরে যেতে চায়, তেমনি চিন্তের অবস্থাও অনুরূপ।

চিন্তা দূরগামী একচর, অশরীরী ও হৃদয়-গুহাশ্রিত। চিন্তকে ধাঁরা সংযত করেন, তাঁরা মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। শত্রু শত্রুর যেবুং অনিষ্ট করতে পারে, তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে নিজের বিপদগ্রামী চিন্ত।

পিতা মাতা কিংবা জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার মানুষের করতে পারে না, সম্যক পথে পরিচালিত চিন্ত তার চেয়ে অধিক উপকার করতে পারে।

টীকা

চিন্ত ৪ যা চিন্তা করে তা-ই চিন্ত। কোন বিষয়কে অবলম্বন করে চিন্ত উৎপন্ন হয়। চিন্তা, মন হৃদয় ও বিজ্ঞান একার্থ বোধক। এদের যে কোন অন্য তিনটির প্রতিশব্দুপে ব্যবহৃত হয়। কোন কিছুকে চিন্তা করা চিন্তের স্বভাব।

অপ্পমাদঃ ‘অপ্পমাদ শদের মূল অর্থ অপ্রমাদ, জাগ্রত ভাব, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি। প্রমাদ তার বিপরীত শব্দ। প্রমাদকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অপ্রমাদকে মৃত্যুজ্ঞয় বা মৃত্যুর অতীত বলা হয়েছে। অপ্রমাদ প্রজ্ঞার সাথে তুলনীয়। প্রমত্ত ব্যক্তির জীবন অসহনীয়। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা সুখে বাস করেন। সর্বদা শান্ত থাকেন। প্রমত্ত ব্যক্তির মন সর্বদা অশান্ত থাকে।

ধম্মপদঃ ধম্মপদ সুন্ত পিটকের অস্তগত খুন্দক নিকায়ের বিতীয় গ্রন্থ। ‘ধম্ম’ শদের অর্থ স্বভাব, নীতি, পদ্ধতি, পুণ্য। আর ‘পদ’ শদের অর্থ করা হয়েছে পথ, রাস্তা, উপায়, শোক। সুতরাং ‘ধম্মপদ’ শদের অর্থ হল পুণ্যের পথ, ধর্মের পথ, সত্যের পথ। বুদ্ধের ভাষ্যিত সর্বজ্ঞান (সবার জন্য প্রযোজ্য) উপদেশগুলো একত্রিত করে ধম্মপদ গ্রন্থে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ধম্মপদের গাথাগুলো মনে ধারণ করে রাখতে পারলে সত্কর্মে উৎসাহ যোগায়। বিদ্যার্জন ও পার্ডিত্য প্রদর্শন এ দুটি শিক্ষার্থীদের প্রধান গুণ। পড়িত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসলে অনেক আজানা বিষয় জানা যায়। মনকে সর্বদা শান্ত রাখবে। রাগের বশবর্তী হয়ে উত্তেজিত হবে না। চঞ্চল মনের—পরিণতি ভয়াবহ। উত্তেজনা ও রাগময় চিন্ত পাপ কর্মের অঙ্গর্গত। তোমরা পড়িত কড়, অপ্পমাদ বগুঁগ এবং চিন্ত বগুঁগ-এর পালি গাথাগুলো বাংলা অনুবাদসহ শিখবে। সকাল সন্ধিয়ায় গাথাগুলো আবৃত্তি করলে ধর্মভাব জাগ্রত থাকে।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ক. পতিত কড় থেকে দুটি গাথা পালিতে অবিকল উদ্ধৃত করে বাংলা অনুবাদ কর।
 খ. পতিত কড়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।
 গ. চিত্তকে কিভাবে দমন করতে হয়? আলোচনা কর।
 ঘ. চিত্ত বর্গের সারাংশ লেখ।
 চ. অপ্রমাদ বর্গের ভাবার্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।
 ছ. ধর্মপদ গ্রন্থ সম্পর্কে দশ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ক. প্রমাদ বলতে কি বোঝায়?
 খ. অপ্রমাদ কাকে বলে?
 গ. প্রমাদ ও অপ্রমাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
 ঘ. লোকনীতিতে কোন ধরনের উপদেশ রয়েছে? সংক্ষেপে বল।
 ঙ. চিত্ত বলতে কি বোঝা?
 চ. পতিত বাস্তিগণ চিত্তকে কিভাবে সংযুক্ত করেন?
 ছ. চিত্তের প্রকৃতি কি রকম?
 জ. নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর :
 অপ্রমাদ অমতপদং, প্রমাদো মচুনো পদং,
 অপ্রমত্তা ন মীয়ত্তি, যে পমত্তা যথামত্তা।

৩. উভয় পাশের পালি বাক্যাংশের মিল কর :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ক. সিপ্পং সমং ধনং নথি, | ক. ন চ কম্পসমং বলং। |
| খ. যথাকিংচে সমুস্পন্নে | খ. দবির সূপরসং যথা। |
| গ. ন চ অন্তসমং পেমং | গ. ন তৎ সিপ্পং, ন তৎ ধনং। |
| ঘ. ন সো ধনং বিজানতি | ঘ. সিপ্পং চোরা ন গণ্হতি। |

৪. ঠিক উভয়ের পাশে ঠিক (/) চিহ্ন দাও :

- ক. পতিত কড় কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
- ১. ধর্মনীতি
 - ২. লোকনীতি
 - ৩. গৃহীনীতি
 - ৪. সমাজনীতি
- খ. ব্যাধিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
- ১. অগ্নি
 - ২. ব্যাধ
 - ৩. শত্ৰু
 - ৪. মিত্র
- গ. ধর্মপদ শব্দের অর্থ কোনটি?
- ১. ধর্মের সারাংশ
 - ২. ধর্মের বিষয়বস্তু
 - ৩. ধর্মের নির্দেশ
 - ৪. ধর্মের পথ
- ঘ. চিত্তের স্বভাব কি রকম?
- ১. নম্র
 - ২. ভদ্র
 - ৩. নিম্ন
 - ৪. চঞ্চল

সপ্তম অধ্যায়

চরিয়া পিটক

নিমিরাজ চরিয়ৎ

১. পুনাপরং যদা হোমি মিথিলাযং পুরুষমে
নিমি নাম মহারাজা পতিতো কুসল অথিকো ।
২. তদাহং মাপহিত্তান চতুর্সালং চতুর্মুখং,
তথ দানং পবত্তেসিং মিগ-পক্ষি নর-নারীনং ।
৩. অচ্ছাদনং সযনংশ অন্তুপানংশ ভোজনং,
অব্রতোচ্ছন্নং করিত্তান মহাদানং পবত্তয় ।
৪. যথাপি সেবকো সামিৎ ধনহেতু উপাগতো,
কাযেন বাচা মনসা আরাধনিযং এসতি ।
৫. তথেবাহং সব্রতবে পরিযোসিস্সামি বোধিজং,
দানেন সত্ত্বে তপ্তেত্তা ইচ্ছামি বোধিং উত্তমং ।

শব্দার্থ

পুনাপরং-পুনরায়; মিথিলাযং- মিথিলাতে; পুরুষমে- সমৃদ্ধ নগরে; কুসল অথিকো-কুশলকামী; মাপহিত্তান-তৈরি করে; চতুর্সালং-চারটি ঘর; চতুর্মুখং-চার দ্বারবিশিষ্ট; পবত্তয়-প্রবর্তন করেছিলেন; অচ্ছাদনং কাপচোপড়; সযনং-বিছানাপত্র; অব্রতোচ্ছন্নং করিত্তান-নিয়মিত ব্যবস্থা করে; সামিৎ-প্রভুর নিকট উপাগতো-উপস্থিত হয়; আরাধনিযং-প্রাথিত বস্তু; পরিযোসিস্সামি-অনুবোধ করব; তপ্তেত্তা-সন্তুষ্ট করে আলোকিত করে; বোধিজং বোধিজ্ঞান ।

টীকা

নিমি : তিনি মিথিলার রাজা ছিলেন। একদিন দেখালেন, একটি বাজপাখি একখন্দ মাংস মুখে নিয়ে উঠেছে। কতকগুলো শুকনি বাজপাখি থেকে মাংস খণ্ডটি কেড়ে নেওয়ার জন্য আক্রমণ করল। সে মাংস খণ্ডটি মাটিতে ফেলে দিল। তখন একটি পাখি সেটি কুড়িয়ে নিল। তা দেখে রাজার ভাবোদয় হল। তিনি বুবাতে পাররেন- এবং পার্থির সম্পদই দুঃখ আনয়ন করে। রাজা রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করলেন। সংসার ত্যাগের পূর্বে তিনি যে দানকার্য সম্পাদন করেছিলেন তা নিমিরাজ চরিতে বর্ণিত হয়েছে।

মর্মার্থ

পুরাকালে বোবিসন্ত সমৃদ্ধশালী মিথিলা নগরে রাজত্ব করতেন। তখন তিনি নিমিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন সর্বত্র তাঁর পাতিত্তের খ্যাতি ছিল। সর্বদা সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত থাকতেন।

তিনি রাজবাড়ির চারদিকে চার দ্বারবিশিষ্ট চারটি দানশালা নির্মাণ করেন। সে দানশালা থেকে পশুপাখি ও নরনরাদের মধ্যে দান দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, অন্ন, পানীয় ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত ব্যবস্থা করে মহাদান দিতেন।

সেবক নিজের “সন্তুষ্টি” লাভের জন্য প্রভুর নিকট যাচ্ছে করে। তদৃপ নিমিরাজও মুক্তহস্তে সকল প্রাণীকে দান দিয়ে আত্মাত্প্রতি লাভ করতেন। এভাবে বৌদ্ধিসন্ত বৌদ্ধিলাভের জন্য জন্মজন্মাত্ত্বের দান পারমী পূরণ করেছিলেন।

টীকা :

দান পারমী : পারমী শব্দের অর্থ পূর্ণতা। আমাদের গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধিসন্ত অবস্থায় বিভিন্ন জনে দানের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন। মহাসুদর্শন, মহাগোবিন্দ, নিমিরাজ, শিবিরাজ, চন্দ্রকুমার, বেসসন্তর প্রভৃতি কাহিনীগুলোতে দান পারমী পরিপূরণের বর্ণনা রয়েছে। তিনি কোন জনে বস্তু, কোন জনে চক্ষু, কোন জনে ত্রী—পুত্র পর্যন্ত দান করে এ পারমী পূরণ করেন। পরের দুঃখ মোচনার্থে প্রথমে দান দিতে হয়। এতে উদারতা বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়।

তোমরাও প্রত্যেকে প্রতিদিন যা পার দান করবে। ত্রিভুবনের উদ্দেশ্যে দান দিলে বেশি পুণ্য হয়। দীন, দুঃখী, অনাথ, ক্ষুধার্ত, গরিব, অস্থকেও দান দেওয়ার চেতনা বা ইচ্ছা উৎপন্ন করে হিতকর কার্য সম্পাদন করবে। এতে দাতার অশেষ পুণ্য হয় এবং প্রাণীতারও জীবন রক্ষা পায়।

কপিরাজ চরিয়ৎ

১. যদা অহং কপি আসিং নদীকূলে দরীসযে,
পীলিতো সংসুমারেন গমনং ন লভামি অহং।
২. যমহ ওকাসে অহং ঠঢ়া ওরপারং পতমি অহং,
তথ অচ্ছি সন্তু-বধকো কুম্ভীলো বুদ্ধদস্সনো।
৩. সো মং অসংসি “এহী”তি; অহং “এমী”তি তৎ বাদিং,
তস্ম মথকং অঙ্গম পরকূলে পতিট্ঠিং।
৪. ন তস্ম অলিকং ভণিতৎ যতাবাচং অকসি’হং
সচেন মে সমো নথি এসা মে সচপারমী।

শব্দার্থ

যদা-যখন; আসিং-জন্মগ্রহণ করেছিলাম; দরীসযে-বনভূমিতে; পীলিতো-বাধপ্রাপ্ত; সংসুমারেন- কুমির কর্তৃক; গমনং ন লভামি অহং- আমি যেতে পারছিলাম না; সন্তু-বধকো-শত্রুকে বধ করে যে, কুম্ভীলো-কুমির; বুদ্ধদস্সনো- দেখতে ভয়ংকর; অসংসি-জানাল; এহি-এস; তাং- তাকে; বাদিং-বললাম; মথকং-মাথায়; পরকূলে ওপারে; পতিট্ঠিং- প্রত্যাগমন করেছিলেন; অলিকং- মিথ্যা; যথাবাচং-কথামত; সমো-সমান; সচপারমী- সত্য পারমী।

কপিরাজ ৪ কপিরাজ মানে বানররাজ। বোধিসত্ত্ব এক জন্মে বানবকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বনভূমিতে বিচরণকালে বানরদের নেতৃত্ব দিতেন। সে বনের ধারে নদীরে মধ্যবর্তী স্থানে ফলমূলসম্পন্ন একটি দীপ ছিল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন সে দীপে গিয়ে ফলমূল খেয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসতেন। একদিন যাবার পথে নদীতে শায়িত কুমির কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সত্য রক্ষা করে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে নদী পার হয়েছিলেন। সেটাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। কপিরাজ চরিত্রের সাথে বানরিন্দ জাতকের মিল আছে।

অর্থাৎ

বোধিসত্ত্ব এক সময় কপিরাজরূপে জন্মগ্রহণ করে নদীভীরে বনভূমিতে বাস করতেন। নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত দীপে সারাদিন ফলমূল খেয়ে সন্ধ্যায় বাসস্থান ফিরে যেতেন। একদিন কুমির কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কুমির কপিরাজকে দেখে ‘এস’ বলে নদী পার হয়ে যেতে বলল। বোধিসত্ত্বও ‘আসছি’ বলে কুমিরের মাথার উপর পা রেখে তড়িতগতিতে অপর তীরে চলে গেলেন। তিনি কুমিরের কথামত কাজ করেছিলেন। মিথ্যা বলেননি। সত্য রক্ষার ক্ষেত্রে বোধিসত্ত্বের সমকক্ষ কেউ ছিল না। এটাই তাঁর সত্যপারমী।

টাকা

সত্যপারমী ৪ সত্যে অবিলম্ব থাকার নাম সত্যপারমী। সত্যবচন যথার্থভাবে পূরণ করতে হলে মিথ্যাবাক্য পরিহার করতে হয়। মিথ্যা বলা পাপকর্ম। বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের জীবনচর্চা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কপিরাজ, সত্যসর্ব পদ্ধিত, কর্তৃক প্রত্যক্ষ পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বোধিসত্ত্বের সত্যপারমীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চরিয়া পিটক

এটি সুন্ত পিটকের অন্তর্গত খুন্দক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব কিভাবে দশপারমী পূরণ করেছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী আছে। ইহ-জাগতিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কাহিনীগুলো পরম সহায়ক। এগুলো অনেকটা জাতকের মত তবে গাথাকারে অর্থাৎ পদ্যে রচিত।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ক. নিমিরাজ চরিয়ৎ বাংলায় সংক্ষেপে লেখ।
- খ. বোধিসত্ত্ব নিমিরাজ জন্মে কোন পারমী পূরণ করেছিলেন? তাঁর দানের পদ্ধতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল।
- গ. দানপারমী সম্বন্ধে দশ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- ঘ. কপিরাজ চরিয়ৎ-এর বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।
- ঙ. বোধিসত্ত্ব সত্যপারমী কিভাবে পূরণ করেছিলেন? সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- নিমিরাজ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর সংসার ত্যাগের ঘটনাটি সংক্ষেপে লেখ।
- নিমিরাজ প্রতিদিন কি কি দান করতেন?
- কুমির কোথায় বসে থাকত? তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল?
- কপিরাজের প্রকৃত পরিচয় কি? তিনি কি রক্ষা করেছিলেন?
- চরিয়া পিটক কোন নিকায়ের অন্তর্গত? কোন বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে?

৩. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- 'পুনাপরং' শব্দের অর্থে কি?

 - পূর্বাপর
 - অপরাপর
 - পুনরাগত
 - পুনরায়

- কোন পাখি মুখে মাংসখন্ড নিয়ে উড়ছিল?

 - গরু
 - বাজ
 - চড়ুই
 - বাবুই

- কোন সম্পদ দুঃখ আনয়ন করে?

 - চৈতসিক
 - লোকাত্মক
 - কুশল
 - পার্থিব

- নিমিরাজ কয়টি দানশালা তৈরি করেছিলেন?

 - তিনটি
 - চারটি
 - পাঁচটি
 - ছয়টি

- 'পারমী' শব্দের অর্থ কি?

 - কৃষ্ণতাসাধন
 - উন্নতিসাধন
 - পূর্ণতাসাধন
 - মজালসাধন

- কপিরাজ চরিয়ৎ-এর সাথে কোন জাতকের মিল আছে?

 - বানরিন্দ
 - কচ্ছপ
 - সুনখ
 - ফল

অষ্টম অধ্যায়

থের-থেরীগাথা

ধন্মিক থেরো

১. ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং
ধম্মো সুচিন্নো সুখমাবহাতি,
এসানিসংসো ধম্মে সুচিন্নে
ন দুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী
২. নহি ধম্মো অধম্মো চ উভো সম বিপাকিনো,
অধম্মো নিরযং নেতি, ধম্মো পাপেতি সুগতিং ।
৩. তস্মাহি ধম্মেসু করেয্য ছন্দং
ইতি মোদমানো সুগতেন তাদিনা,
ধম্মে ঠিতা সুগতবরস্স সাবকা
নীযন্ত্রি ধীরা সরণবরগ্পামিনো ।
৪. বিপ্লোটিতো গড়মূলো তণ্ডাজালো সমৃহতো
সো ধীণ সংসারো ন চ'থি কিঞ্চনং
চন্দো যথা দোসিনা পুণ্যমাসিযাংতি ।

শব্দার্থ

ধন্মিক-ধার্মিক ; থেরো-স্থবির, যিনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধ; হবে-নিশ্চয়ই; ধম্মচারী-ধর্মচরণকারী ;
সুচিন্নো-সুচরিত; সুখমাবহাতি-সুখ আনে; এসানিসংসো-এ ফল (কর্ম ও কর্মফল); দুগ্গতিং-দুর্গতি;
সমবিপাকিনা-সমান বিপাক বা ফলদায়ী; নেতি-নিয়ে যায়; করেয্য-করা উচিত; ছন্দং-ইচ্ছা;
সরণবরগ্প-শ্রেষ্ঠ শরণ; বিপ্লোটিতো-বিনষ্ট

ধার্মিক স্থবির

তিনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে শিখী বুদ্ধের সময় দেবতাদিগকে ধর্মদেশনা করার সময় ‘একই ধর্ম
বলে’ নিমিত্ত গ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রদ্ধায় প্রবৃজিত হয়ে এক গ্রামের বিহারাধ্যক্ষ হয়ে বাস
করতেন। বিহারে কোন অতিথি ভিক্ষু এল অপবাদ দিতেন। সে কারণে বিহারে আর অতিথি ভিক্ষু আসতেন
না। ফলে একাকি বাস করতেন। বিহারদাতা এ বিষয়ে ভগবানকে জানালেন। তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুকে উপদেশ
প্রসঙ্গে তাঁর অতীত কাহিনী বললেন। তিনি পূর্বজন্মেও অতিথিসেবা করতেন না। বুদ্ধ এ বিষয়ে ধর্মদেশনা
করার সময় স্থবির অর্হতফল লাভ করেন। স্থবির ধর্মের সুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে গাথাগুলো রচনা
করেছেন।

মর্মার্থ

লোকিক ও লোকাত্মক ধর্মনীতিগুলো আচরণ করলে ধর্মচারী দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পান। কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস রেখে সৃতিমান হলে সে পুণ্যই সুখ প্রদান করে। চিন্ত প্রশান্ত হয়। পুণ্যবান ব্যক্তিরা দুর্গতিতে গমন করেন না। অধর্ম মানুষকে নিরয়ে নিয়ে যায়। ধর্ম স্বর্গ প্রাপ্ত করায়। ধার্মিক ব্যক্তিরা সন্তুষ্টিতে পুণ্যকর্ম করেন। বুদ্ধের শ্রাবকগণ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধর্ম অনুশীলন করেন। এতে তাঁরা সংসারের বিবিধ দুঃখে থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। অবিদ্যা ও তৃকাজাল ছিন্ন হয়। পরিশেষে অর্হত ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুখ অনুভব করেন।

রাতুল থেরো

১. উভয়েন্দ্রে সম্পন্নো রাতুলভদ্রেতি মৎ বিদু,
যঞ্চমহি পুত্রো বৃদ্ধসুস যঞ্চ ধমেসু চক্রথুমা।
২. যঞ্চ মে আসবা খীগা যঞ্চ নতি পুনব্ভবো,
অরহা দক্ষিনেযোমহি তেবিজ্ঞা অমতদসো।
৩. কামাঞ্চজালপচ্ছন্না তণ্হাছদন ছাদিতা,
পমভবশ্বনা বন্ধা মচ্ছা'ব কুমিনা মুখে।
৪. তৎ কামৎ অহমুজ্জিত্তা ছেত্তা মারস্স বন্ধনৎ
সমূলৎ তণ্হৎ অবুয়হ সীতিভূতোমি নিবুতোতি।

শব্দার্থ

উভয়েন্দ্রে-ব-উভয়ের দ্বারা; রাতুলভদ্রো-রাতুলভদ্র, যঞ্চমহি-বেহেতু আমি, চক্রথুমা-চক্রমান, খীগ-ক্ষীগ পুনব্ভবো-পুনর্জন্ম; তেবিজ্ঞা-ত্রিবিদ্যা; ছাদিতা-আছদিত; কুমিনা মুখে-জালের মুখে; অহমুজ্জিত্তা-আমি পরিতাগ করে; ছেত্তা-ছিন্ন করে; তণ্হৎ-তৃষ্ণা; অবুয়হ-উৎপাটন; সীতিভূতো-শান্ত; নিবুত-নির্বাণ প্রাপ্ত; থেরো-স্থবির (প্রবীণ ও জ্ঞানী ভিক্ষু)

রাতুল স্থবির

তিনি পদ্মমুক্ত বুদ্ধের সময় শিক্ষাকামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদিধান করেছিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সিদ্ধার্থের প্ররসে ও যশোধরার গর্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাত বছর বয়সে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করে কপিলাবাস্তু গমন করলে, যশোধরা পুত্রকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। রাতুল পিতৃধন চাইলে বুদ্ধ তাঁকে সমর্পে দীক্ষিত করেন। রাতুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন। তাঁর পাড়িতা ও মেধাশক্তি প্রথর ছিল। রাতুল প্রত্রজ্ঞা গ্রহণ করে বুদ্ধের নিকট সুত্র শিক্ষা করেন। জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে অর্হতফল প্রাপ্ত হন।

মর্মার্থ

রাতুল স্থবির সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে অনাগরিক জীবনে মার্গফল লাভ করেছেন। তাই সবাই তাঁকে রাতুল ভদ্র নামে জানে। তিনি ধর্মজ্ঞানে আলোকিত হয়েছেন। তাঁর আসক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। আর পুনর্জন্মের হেতু নেই। তিনি ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিমুক্ত হয়েছেন।

জগতে প্রাণিগণ কামে অস্থ ও ত্রুষাজালে আবস্থ। মায়ার বন্ধন থেকে সহজে বের হয়ে আসতে পারে না। কিন্তু রাহুল স্থবির সমস্ত বন্ধন অতিক্রমের মাধ্যমে ত্রুষাকে ধ্বংস করেছেন। তিনি অর্হত্বল লাভ করে অনুপাদিশেষ নির্বাণে নিবৃত্ত হয়েছেন।

টীকা

থেরগাথা

থেরগাথা খুক্তক নিকায়ের অষ্টম গ্রন্থ। এতে ২৬৪ জন প্রবীণ ভিক্ষু বা স্থবির, শ্রা঵ক ও মহাশ্রা঵কদের ভাষিত গাথা বা কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়কে ‘নিপাত’ নাম দেয়া হয়েছে। একক নিপাতে একটি গাথা, দুকনিপাতে দুটি গাথা- এমনি করে ক্রমশ গাথাগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধবুঝে রচিত কাব্য গ্রন্থেসমূহের মধ্যে থেরগাথা অন্যতম। থেরদের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে এ গ্রন্থের গাথাগুলো রচিত হয়েছে।

আসব ৪ যা ভাবী সংসার-দুখে উৎপন্ন করে তাকে আসব বলে। চিন্তের প্রমত্তাসাধক অকুশল মনোবৃত্তিই আসব। ওষ, যোগ, প্রবিধি, বন্ধন-এ শব্দগুলো বস্তুত একই অর্থবোধক। আসব চার প্রকার। যথা-

১. কামাসব বা কামবাসনা। এতে কাম্যবস্তু লাভের জন্য মন প্রলুক্ষ হয়।
২. ভবাসব-কামলোক ও ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়ার বাসনা।
৩. দৃষ্টাসব-এতে সৎকায় দৃষ্টি বা আত্মার ধারণা প্রবল থাকে।
৪. অবিদ্যাসব-এটি অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সাথে জড়িত থাকে।

উপরোক্ত আসবসমূহ ক্ষয় হলেই সাধক শীনাসব নামে অভিহিত হন।

বিদ্যা

বিদ্যা বা জ্ঞান তিন প্রকার। যথা।

১. পূর্ব নিবাসানুস্মতি-পূর্ব পূর্বজন্মে কোন স্থানে কিরূপে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে জাতিস্মর জ্ঞান বলে।
২. দিব্যাচক্ষু- প্রাণিগণের বিচরণ, অবস্থান, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে দিব্য দৃষ্টিতে দেখা।
৩. আসবক্ষয়-নিজের বাসনা বা ত্রুষাক্ষয় সম্পর্কে ভগাত হওয়া।

থেরীগাথা

সুভা থেরী

১. দহরাহং সুন্ধবসনা যৎপুরে ধম্মসুণিৎ
তস্মা মে অপ্রমত্তায় সচ্চাভিসমযো অহু ।
২. ততো' হং সবকামেসু ভূসং অরতিমজ্জবাগং ।
সঙ্কায়সিং ভবৎ দিষ্ঠা নেক্খম্বং যেব পিহযে ।
৩. হিত্তানহং এগতিগণং দাসকম্বকরানি চ ।
গামখেত্তানি ফীতানি রমনীযে পমোদিতে ।
পহাযহং পকবজিতা সাতেয়ং অনপৃপকং ।
৪. এবৎ সম্বায নিক্খম্ব সম্বন্ধে সুপৃষ্ঠেবেদিতে ।
ন মে তৎ অসুস পতিরূপং আকিঞ্চঞ্চেওঁ হি পথযে ।
যা জাতরূপজতং ঠিপেত্তা পুনরাগমে ।
৫. রজতৎ জাতরূপং বা ন বোধয নৎ সন্তযে ।
ন এতৎ সমগ্নসারূপপনং ন এতৎ অরিযধনং ॥
৬. লোভনং মদনং চেতৎ মোহনং রজবড়চনং ।
সাসজ্জং বহু আয়াসং নথি চেথ ধুবৎ ঠিতিঃ ॥
৭. এথারন্তা পমত্তা চ সংকিলিত্তমনা নরা
অঞ্চেওমঞ্চেন্দন ব্যাবুম্বা পুরুকুবন্তি মেধগং ॥
৮. বধো বন্ধো পরিক্লেসা জানি সোকপরিল্লবো ।
কামেসু অধিপন্নানং দিস্মসতে ব্যসনং বহুং ।
৯. তৎ মঞ্চেওগতি অমিত্তা বা কিং মৎ কামেসু যুঝথা ।
জানাথমং পকবজিতৎ কামেসু ভবদস্মিনিং ।

শব্দার্থ

দহরাহং-তরুণ বয়সে; সুন্ধবসনা-নির্মল বসন্ত ; যৎ-যেদিন; ধম্মসুণিৎ-ধর্মোপদেশ শুনলাম; সচ্চাভিসমযো-সত্তের প্রকৃত জ্ঞান লাভের সময়; ততোহং-এই দিন থেকে আমি; সবকামেসু ভূসং-সর্বকামভোগ; অরতিমজ্জবাগং-অনাসক্তি আসল; সঙ্কায়ম্বং-সৎকায়ে অর্থাৎ নামরূপে; নেক্খম্বং-নিক্রমণ; পিহযে-কৃতসংকল্প হলাম; এগতিগণং-জ্ঞাতিগণ; দাসকম্বকরানি-দাস ও কর্মকারণগণ; গামখেত্তানি-গ্রাম ও বিস্তৃত ক্ষেত্র ; ফীতানি-পরিত্যাগ; ফিরে না চাওয়া; পহাযং-নিক্ষেপ করে; পতিরূপং-প্রতিরূপ; পুনরাগমে-প্রত্যাবর্তনে; ন বোধয়-জ্ঞান দিতে পারে না; ন সন্তযে-শাস্তি দিতে পারে না; অরিযধনং-শ্রেষ্ঠ ধন; রজবড়নং-কামের জনক; সসজ্জং-আশজ্জা; সংকিলিত্তমনা-উদ্বেগপূর্ণ মন; এথারন্তা-এতে আসক্ত হয়ে; কামেসু অধিপন্নানং-এ সমস্তই কামাসক্ত, অমিত্তা-শত্রু ; কামেসু ভবদস্মিনং-কামে অজ্ঞাল বী ভয় দর্শন।

সুভা

পূর্ব জন্মান্তরে অনেক পুণ্য সংগ্রহ করে সুভা গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে ঘৰ্ণকারের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় সুভা (শুভা)। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি বুদ্ধের ধর্মভাষণ শুনে স্নাতাপন্না হন। পরে যৌবনে গৃহত্যাগ করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট প্রবৃজিতা হন।

আত্মাযবর্গ তাঁকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করেন। তিনি সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করে তাঁদের উপদেশ দেন। অর্হতপ্রাপ্তির পর তিনি তাঁর পূর্বজীবন ও অনাগারিক বিমুক্তিসুখ নিয়ে যে গাথাগুলো ভাষণদান করেন সেগুলোই থেরীগাথায় সংকলিত হয়েছে।

মর্মার্থ

সুভা শুভ বসন পরিধান করে তরুণ বয়সে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করেন। অপ্রমত্তাবে জীবন ধারণ করে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হন। সকল প্রকার কামসূখ পরিত্যাগ করেন। আত্মাবাদে ভয় দেখে গৃহত্যাগ করে তাঁর চিন্ত সংযম হয়েছে। জ্ঞাতিবর্গ, দাসদাসী ও ধনরত্ন পরিত্যাগ করে প্রবৃজিত হয়ে অনাগারিক জীবনযাপন করেন।

তাঁর আত্মায়জ্ঞন তাঁকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তাঁদের উপলক্ষ করে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হল :

স্বর্ণ, রৌপ্য, ধনসম্পত্তিতে তাঁর আগ্রহ নেই। তাতে প্রকৃত জ্ঞান ও পরম শান্তি পাওয়া যায় না। এগুলো আর্থিন নয়। অকিঞ্চনই তাঁর অভীষ্ট লাভের কামনা।

লোভ, দেষ ও মোহ কামের জন্ম দেয়। তা থেকে উৎপন্ন ভয় দুঃখজনক। তাতে প্রমত্ত হয়ে মানুষ ভোগলালসায় জড়িত হয়। ফলে পরম্পর কলহে লিপ্ত থাকে। শত্রুতার কারণে হত্যা, শোক, বিলাপ প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে। কামে শুভ নেই। তবু আত্মায়বর্গ তাঁকে আবার কামে আবস্থ করতে চায়।

ধনসম্পত্তি পরিভোগে ত্বক কমে না। বরঞ্চ বেড়েই চলে। ভিক্ষালঘৃ খান্ত ভোজ্যই তাঁর স্বরূপ। যেখানে শোক নেই, সেই শান্তির নির্বার নির্বাগের পথ অনুশীলন করে বিমুক্তিলাভই তাঁর একমাত্র কাম্য।

বিমলা থেরী

১. মন্ত্র বগ্নেন রূপেন সোভগ্নেন যসেন চ।
যোক্রনেন চুপথম্বা অঞ্চেণ সমতিমঞ্চঞ্চিহং।।
২. বিভূসেত্তা ইঘং কাযং সুচিত্তং বালালগ্নং।
অট্ঠাসিং বেসিদ্বারমহি লুক্ষে পাসমিবোজ্জিষ্য।
৩. পিলম্বনং বিদংসেত্তি গৃহং পকাসিকং বহুং।
অকাসিং বিবিধং মাযং উজগ্রাস্তি বহুং জনং।
৪. সাজ্জ পিডং চরিত্তান মূডা সংঘাটিপারুতা।
নিসিন্না বুক্থমূলমহি অবিতর্কস্স লাতিনী।
৫. সক্রে হোগা সমুচ্ছিন্না যে দিবৰা যে চ মানুসা।
থেপেত্তা আসক্রে সক্রে সীতভূতমহি নিকুতা।

শদার্থ

মন্ত্র-মন্ত্ৰ; বগ্নেন রূপেন-বর্গ ও রূপের দ্বারা; সোভগ্নেন-সৌভাগ্যের দ্বারা; যোক্রনে-যৌবনে; চুপথম্বা-অজ্ঞান ও অমনোযোগ; পিলম্বনং-অলংকার; বিবিধং মাযং-নানা প্রকার ছলনায়; উজগ্রাস্তি বহুং জনং-অনেক লোককে কলংকিত করে; সাজ্জ-নিজে আজ; পিডং চরিত্তান-পিড গ্রহণ করে; সংঘাটিপারুতা-সংঘাটির দ্বারা আচ্ছাদিত; নিসিন্না-উপবিষ্ট হয়ে, বসে; বুক্থ মূলমহি-বৃক্ষমূলে।

বিমলা

তিনি বহু জন্মাজন্মান্তর সংসারে পরিভ্রমণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশাখী নগরে এক গণিকার কল্যাণুপে জাত হন। তাঁর নাম রাখা হয় বিমলা। বয়ঝুপ্ত হলে তিনি মায়ের বৃত্তি অবলম্বন করেন। একদা তিনি মহামৌদ্রণ্যালয়কে ভিক্ষাচরণ করতে দেখে তাঁর প্রতি শ্রমাসক্ত হন। স্থবিরের বাসস্থানে গমন করে তাঁকে প্রলুক্ষ করতে সচেষ্ট হন। স্থবির তাঁর অসজ্ঞাত আচরণের জন্য তাঁকে ভৎসনা করেন। পরে ধর্মোপদেশ দেন। স্থবিরের ধর্মদেশনা শুনে তিনি লজ্জিত ও অনুত্পত্ত হন। অবশেষে বিমলা অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের দলে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ভিক্ষুণী হয়ে বৌদ্ধ সংজ্ঞে যোগদান করে অনবরত সাধনা করে অহিত্তফল লাভ করেন। অর্থৎ হয়ে মনের আনন্দে পূর্ব ও বর্তমান জীবনের ঘটনাবলি গাথায় বিবৃত করেন।

মর্মার্থ

বিমলা দেহের সৌন্দর্য মত হয়ে যৌবনের উন্নাদনায় মতিছন্ন ছিলেন। তাঁর সুন্দর দেহ তরুণদের লোভলালসার কারণ হত। ধূর্তব্যাধি তার ধনুর্বাণ তুলে যেমন শিকারের জন্য অপেক্ষা করে। তদুপ তিনিও গণিকালয়ের পার্শ্ববারে দাঁড়িয়ে যুবকদের বিবিধ মায়ায় প্রলুব্ধ করতেন। তাঁর দেহরূপের গুণকীর্তন তাদের নিকট তুলে ধরতেন। মৃদু হেসে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

পরে তিনি বৃদ্ধশাসনে মুক্তিশিরি ও গৈরিকচীবরদারী ভিক্ষুণীর্ম গ্রহণ করেন। পিঙ্গাচরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। বৃক্ষমূলে বসে সর্বদা বিতর্কহীন সমাধিতে রাত থাকতেন। সকল বাধাসমূহ তাঁর অতিক্রান্ত হয়েছে। জন্মের মূল উৎপাটন করেছেন। তিনি অর্হতফল লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

টীকা

থেরীগাথা ৪ এটি খুদক নিকায়ের নবম গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানিতে মোট ৭৩ জন থেরীর গাথা সংগৃহীতা আছে। থেরীগাথার প্রাচীন ভারতের নারীর সমাজ জীবন, গার্হস্থ্য জীবন ও পরবর্তী অনাগারিক জীবনের ভিক্ষুণী ধর্মে তাঁদের অনুভূতির কথা ফুটে উঠেছে।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ধন্মিক থেরো কে ছিলেন? তাঁর জীবন ও বাণী সংক্ষেপে লেখ।
- ধন্মিক থেরোর গাথাগুলোর মর্মার্থ লেখ।
- রাতুল থেরোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
- সুভা কে ছিলেন? তাঁর পরিবর্তিত জীবনের ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত কর।
- সুভা থেরীর গাথাগুলোর মর্মার্থ লেখ।
- বিমলা কে ছিলেন? তিনি কেন সংসার ত্যাগ করেছিলেন?
- থেরী বিমলার রচিত গাথাগুলোর ভাবার্থ লেখ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- বিহারদাতা ধন্মিক থেরোর বিবুদ্ধে বৃদ্ধকে কেন অভিযোগ দিয়েছিলেন?
- ধার্মিক ব্যক্তির গুণাবলি কি কি?
- রাতুল থেরোকে রাতুল ভদ্র বলা হত কেন?
- বিমলা কিভাবে মহামৌদ্গল্যায়নকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন?
- সুভা কোন বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন? তাঁর কারণ কি?

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ধন্মো হবে - ধন্মাচারিঃ
ধন্মো - সুখামাবহাতি;
এসানিসংসো - সুচিন্নো
ন দুগ্গতিঃ - ধন্মাচারী।
- নহি ধন্মো - চ - সমবিপাকিনো,
অধন্মো - নেতি, ধন্মো - সুগতিঃ।

৪. উভয় পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| ক. | ধন্মিক থেরো অতিথি ভিক্ষু এলে | ক. | সর্বশেষ স্থান লাভ করেন। |
| খ. | সভা গৌতম বুদ্ধের সময় | খ. | অষ্টম গ্রন্থ। |
| গ. | পৃথিবীর ব্যক্তিগত দুর্গতিতে | গ. | রাজগংহে স্বর্ণকারের কম্পারুপে জন্মাগ্রহণ করেন |
| ঘ. | রাহুল থেরো শিক্ষার্থীদের মধ্যে | ঘ. | অপবাদ দিতেন। |
| ঙ. | থেরীগাথা খুদক নিকায়ের | ঙ. | গমন করেন না। |

৫. ঠিক উভয়টির পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও :

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| ক. | কে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকেন? | | |
| ১. | অধর্মচারী | ২. | কর্মচারী |
| ৩. | নভোচারী | ৪. | ধর্মচারী |
| খ. | ‘সুচিট্টো’ শব্দের অর্থ কোনটি? | | |
| ১. | দুচরিত | ২. | আচরিত |
| ৩. | সুচরিত | ৪. | মার্জিত |
| গ. | থেরগাথায় কয়জন স্থবিরের গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে? | | |
| ১. | দু শত তৈষাতি | ২. | দু শত চৌষাতি |
| ৩. | দু শত পঁয়াষাতি | ৪. | দু শত ছেষাতি |
| ঘ. | ‘তেবিজ্ঞা’ শব্দের বাংলা অর্থ কি? | | |
| ১. | ত্রিবেণী | ২. | ত্রিকোণী |
| ৩. | ত্রিবিদ্যা | ৪. | ত্রিপিটক |
| ঙ. | আত্মায়গণ পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য কাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? | | |
| ১. | থেরী সুভা | ২. | থেরী বিমলা |
| ৩. | থেরী অনোপমা | ৪. | থেরী পুঁঁগা |
| চ. | ‘কিৎ মৎ কাসু যুঞ্জথ?’—এ কার উক্তি? | | |
| ১. | থের আনন্দ | ২. | থের কস্সপ |
| ৩. | থেরী ধীরা | ৪. | থেরী সুভা |
| ছ. | বিমলা কোথায় জন্মাগ্রহণ করেছিলেন? | | |
| ১. | শ্রাবস্তী | ২. | রাজগংহে |
| ৩. | বৈশালী | ৪. | কুশীনগর |
| জ. | কোন গ্রন্থটির অব্যায়গুলোকে ‘নিপাত’ নামে দেয়া হয়েছে? | | |
| ১. | ধম্পদ | ২. | সুন্তনিপাত |
| ৩. | খুদক পাঠো | ৪. | থেরীগাথা |

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟାକରଣ ପାଲି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା

শব্দের শুন্দিতম অংশ বা অক্ষরকে বর্ণ বলে। যেমন-নর = ন + অ + র + অ। নর শব্দটি চারটি বর্ণ বা অক্ষর নিয়ে গঠিত হয়েছে। বর্ণকে যথাস্থানে বসাতে না পারলে শব্দের সঠিক অর্থ হয় না। সুতরাং পালি ভাষা শুন্দি ও স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তে, লিখতে ও বলতে হলে পালি বর্ণমালা বা অক্ষরমালা ভান একান্ত অপরিহার্য।

১. পালি ভাষায় মোট একচলিশটি বর্ণ আছে। তন্মধ্যে আটটি স্বরবর্ণ ও তেওঁশিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ।
 ২. স্বরবর্ণ দুপুরকার হৃষ্টস্বর ও দীর্ঘস্বর। আটটি স্বরবর্ণের মধ্যে অ, ই, উ-এ তিনটি এক মাত্রায় (চক্ষের এক পলক পরিমিত সময়) উচ্চারণ করতে হয় বলে এদেরকে হৃষ্টস্বর এবং আ, ই, উ, এ এবং ও-এ পাঁচটি দুই মাত্রায় উচ্চারণ করতে হয় বলে এদেরকে দীর্ঘস্বর বলে।
 ৩. পালিতে স্বরবর্ণ ঝ, ঝ্, ঙ, ঔ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শ, ষ, স্ফ, ঃ (বিসর্গ), ঁ (রেফ), ঁ (চন্দ্রবিন্দু) ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া ৎ নেই।
 ৪. ড, ঢ-এ দুটি বর্ণ দুইসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর :		নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর :	
সংস্কৃত/বাংলা	পালি	সংস্কৃত/বাংলা	পালি
ঝঘি	ইসি	ঝঘ্র	ঝক্খ
ওষধ	ওসধ	তৃক্ষা	তণ্ঠা
উৎসুক্য	উস্সক	দুঃখ	দুক্খ
মৌন	মোন	সর্ব	সব্ব
		ধৰ্ম	ধৰ্ম্য

উপরের উদাহরণে সংস্কৃত কিংবা বাংলা শব্দের ঠিক যে বর্ণে উপরে' (রেফ) আছে, সে বর্ণটি পালিতে দ্বিতীয় হয়ে গেছে। তাহলে বি, র্ম-এ জাতীয় রেফ দেয়া বর্ণটি পালিতে বিত্ত হয়। এ নিয়ম তোমরা শিখে রাখবে। নিচে পালি অক্ষরমালা বা বর্ণমালা বাংলা ও ব্রাহ্মণ অক্ষরে দেওয়া হল :

୧. ଶକ୍ତିବର্ণ

অ A আ A - এ E ই O উ U - ও O

২. ব্যঙ্গন বর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
K	Kh	G	Gh	N
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
C	Ch	J	Jh	N̄
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
T	Th	D	Dh	N
ত	থ	দ	ধ	ন
T̄	Th̄	D̄	Dh̄	N̄
প	ফ	ব	ভ	ম
P	Ph	B	Bh	M
য	ৱ	ল	ৰ	স
Y	R	L	V	S
হ	ল	ঁ		
H	L̄	M̄		

৩. ব্যঙ্গনবর্ণের বর্গ বিভাগ :

ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ নিম্নোক্তরূপে পাঁচটি বর্গে বিভক্ত :

ক	খ	গ	ঘ	ঙ = ক - বগ্গ (বর্গ)
K	Kh	G	Gh	N = Ka - Vagga
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ = চ - বগ্গ (বর্গ)
C	Ch	J	Jh	N̄ = Ca - Vagga
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ = টি - বগ্গ (বর্গ)
T	Th	D	Dh	N̄ = Ta - Vagga
ত	থ	দ	ধ	ন = ত - প বগ্গ (বর্গ)
T̄	Th̄	D̄	Dh̄	N = Ta - Vagga
প	ফ	ব	ভ	ম = প - বগ্গ (বর্গ)
P	Ph	B	Bh	M = Pa - Vagga

৪. স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া ব্যঙ্গনবর্ণ উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন—

ক	কা	কি	কী	কু	কু	কে	কো
(ক + অ)	(ক + আ)	(ক + ই)	(ক + ঈ)	(ক + উ)	(ক + ঊ)	(ক + এ)	(ক + ঋ)
ka	k _a	ki	k _i	k _u	ku	ke	ko
(K + a)	(K + ā)	(K + i)	(K + ī)	(K + u)	(K + ū)	(K + e)	(K + ṡ)

৫. সংযুক্ত বর্ণ :

ক	খ	ক্য	ক্রি	ক্ৰ			
kka	kkha	kyā	kri	Kva			
ঝ	ঝ্য	গ্গ	গ্ৰ	গ্ৰ			
khva	khya	gga	ggha	gra			
জ	জ্য	জা	জ্য	জ	জ্জ	জ্জা	জ্জা
Nka	Nkha	Nag	Ngha	Cca	Ccha	Jja	Jjha
এ়-এ়	এ়হ	ঞ	ঞ	ঞ	ঞ	ট	ট্ট
Nna	Nha	Nca	Ncha	Nja	Njha	Tta	Ttha
ড্ড	ড্চ	প	প্ট	ঠ	ড	ণ	ণ্হ
Dda	Ddha	Nna	Nta	Ntha	Nda	Nda	Nha
ত	থড়	ত্ৰদ	ত্ৰাদ	দ্ৰ	ধ্ৰ		
Tta	Tthatva	Traddha	Traddha	Dra	Dhva		
ন্ত	ন্থ	ন্দ	ন্ধ	ন্ম	ন্হ	প্ন	প্ন
Nta	Ntha	Nda	Ndha	Nna	Nha	Pha	Ppha
ব্ব	ব্ব	ম্প	ম্ফ	ম্ব	ম্ভ	ম্ব	ম্ব
Bbha	Bra	Mpa	Mpha	Mba	Mbha	Mma	Mha
ঘ	ঘহ	ল	ল্য	লুহ	ব	স্স	স
Yya	Yha	Lla	Lya	Lha	Bba	Ssa	Sma
হ্ম	হ্ব	লুহ					
Hma	Hva	Lha					

৬. প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্গের উচ্চারণ কোমল বলে এগুলোকে অঙ্গুণ বলে। যেমন-ত, দ, ন।

৭. প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্গের উচ্চারণ কঠিন বলে এদেরকে মহাপ্রাণ বলে। যেমন-ফ, ভ।

৮. বর্গের উচ্চারণ স্থান সাধারণত ছয়টি। যেমন-কঠ, তালু, ওষ্ঠ, মূর্দ্বা, দন্ত ও নাসিকা।

কঠ থেকে তালু পর্যন্ত যে যে স্থানের আশ্রয়ে যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয় তাকে সে বর্গের উচ্চারণ স্থান বলে।

নিম্নে বর্ণগুলোর উচ্চারণ স্থান দেখানো হল :

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	নাম
অ, আ, ক, গ, ঘ, ঙ, হ	কঠ	কঠজ বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, এও, ঘ	তালু	তালুব্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, গ, র, ল	মূর্দ্বা (মস্তক)	মূর্দ্বান্যা বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্তজ বর্ণ
এ	কঠ ও তালু	কঠতালুজ
ও	কঠ ও ওষ্ঠ	কঠোষ্ঠজ
ব (অন্ত : স্থ)	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তোষ্ঠজ
ঁ	নাসিকা	অনুনাসিক বর্ণ

সংজ্ঞা

ধাতুঃ ক্রিয়ার মূলকে ধাতু বলে। যেমন $\sqrt{\text{পঠ}} \sqrt{\text{ভ}} \sqrt{\text{দা}} \sqrt{\text{গম}}$ ইত্যাদি।

'পঠতি' বা 'পড়ে' একটি ক্রিয়া। এতে দুটি অংশ আছে : $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{তি}$ । $\sqrt{\text{পঠ}}$ একটি ধাতু এবং 'তি' ক্রিয়া বিভক্তি।
সুতরাং পঠতি ক্রিয়ার মূল ধাতু $\sqrt{\text{পঠ}}$ ।

বাক্যঃ বক্তার মনের ভাব প্রকাশক গরস্পর সম্পর্কবৃক্ষ পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। যথা-

ভিক্খু সীলং রক্খতি।

ভিক্খু শীল রক্ষা করে।

উপরের বাক্যটি 'ভিক্খু', 'সীলং', 'রক্খতি' এ তিনটি পদ নিয়ে গঠিত হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি পদ একে অপরের সাথে সম্পর্কবৃক্ষ। অন্যদিকে বক্তার মনের সম্পূর্ণ ভাবও প্রকাশ করছে। তাই 'ভিক্খু সীলং রক্খতি' একটি বাক্য। কর্তা ও ক্রিয়া বাক্যের প্রাণবন্ধু।

উদ্দেশ্যঃ যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন- সো হসতি-সে হাসছে। এখানে 'সো' উদ্দেশ্য। বিশেষণ ইত্যাদি সংযোগে উদ্দেশ্যাংশ পরিবর্তিত হয়। যথা- দুকলো পুরিসো-দুর্বল পুরুষ। দুটি শব্দই উদ্দেশ্যের অঙ্গরূপ। প্রথমটি বিতীয়টির দোষ প্রকাশ করছে। উদ্দেশ্য বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

বিধেয়ঃ উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলা হয়। যথা- বুট্টিং পততি।-বৃক্ষ পড়ছে। এখানে পততি হলে বিধেয়। বিধেয় সাধারণত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।

বিকরণঃ ধাতু পর এবং ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করার পূর্বে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তাকে বিকরণ বলে। যথা- $\sqrt{\text{পচ}} + \text{অ} + \text{তি} = \text{গচতি}$ । এখানে 'অ' বিকরণ প্রত্যয়।

অনুবন্ধঃ যে বর্ণ প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত তাকে কিন্তু ধাতু বা লিঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় ঐ বর্ণ লোপ পায় তাকে অনুবন্ধ বলে। একে 'ইং' ও বলা হয়। যথা- $\sqrt{\text{দা}} + \text{গাপয়} = \text{দাপয়}; \text{দা} + \text{গাপে} = \text{দাপে}$ । এখানে 'ং' অনুবন্ধ বা ইং।

উপধাৰ্যঃ শব্দের অন্ত বা শেষ বর্ণের পূর্ববর্ণের উপদার বলে। যেমন- সংঘ। এখানে 'সংঘ' শব্দটি বিশেষণ করলে সং + অ + ং + ঘ + অ বর্ণগুলো পাওয়া যায়। এ স্থলে 'সংঘ' শব্দের শেষ হল অ এবং তার পূর্ববর্তী বর্ণ ঘ। সুতরাং 'ঘ' উপধাৰ্য।

গুণঃ উ স্থানে ই এবং উ স্থানে ঈ হওয়ার নাম গুণ। যথা- পুরুষ = পুরিস

আদেস (আদেশ)ঃ প্রত্যয় যোগে করলে ধাতু ও লিঙ্গের যে পরিবর্তন হয় তাকে আদেশ বলে। যথা- $\sqrt{\text{দা}} + \text{তি} = \text{দদাতি}; \sqrt{\text{গম}} + \text{তি} = \text{গচ্ছতি}$ । এখানে $\sqrt{\text{দা}}$ এবং $\sqrt{\text{গম}}$ স্থানে যথাক্রমে দদা ও গচ্ছ আদেশ হয়েছে।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ক. পালিতে বর্ণ কয়টি ও কি কি?
 - খ. স্বরবর্ণের অন্তর্গত বর্ণগুলো বাংলা ও রোমান অক্ষরে লেখ।
 - গ. বাঙ্গলবর্ণের অন্তর্গত বর্ণগুলো বাংলা অক্ষরে লেখ।
 - ঘ. পালিতে সংস্কৃত কিংবা বাংলার কোন কোন বর্ণ নেই দেখাও।
 - ঙ. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
 - চ. বাক্য কাকে বলে? প্রয়োগ দেখাও।
 - ছ. অনুবন্ধ কাকে বলে? বুঝিয়ে বল।
 - জ. সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও :
- বিকরণ; উপধা; গুণ; আদেশ (আদেশ)।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ক. 'নর' শব্দটি কয়টি অক্ষর নিয়ে গঠিত? অক্ষরগুলো কি কি?
- খ. পালিতে স্বরবর্ণ কয়টি ও কি কি?
- গ. বর্ণের উচ্চারণ স্থান করাটি? প্রত্যেকটি নাম লেখ।
- ঘ. ক্রিয়ার মূলকে কি বলে? উদাহরণ দাও।
- ঙ. বাক্যের প্রথম অংশের নাম কি? উদাহরণ দাও।
- চ. 'গচ্ছতি' ক্রিয়ার মূল ধাতু বের করে দেখাও।

৩. ঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক () চিহ্ন দাও :

- ক. বর্ণ কাকে বলে?
 - ১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশকে
 - ২. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে
 - ৩. উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম অংশকে
 - ৪. বাঙ্গল বর্ণের ক্ষুদ্রতম অংশকে
- খ. পালিতে কোন বর্ণগুলোর ব্যবহার নেই?
 - ১. শ, ষ, ঃ (বিসর্গ)
 - ২. স, ঃ, ক
 - ৩. চ, এ, ম
 - ৪. ভ, হ, শ
- গ. কর্তৃজ বর্ণের উদাহরণ কোনটি?
 - ১. চ
 - ২. ভ
 - ৩. র
 - ৪. খ

ঘ. পালিতে বাঞ্ছনবর্ণ কয়টি?

- | | |
|--------------|--------------|
| ১. একত্রিশটি | ২. বত্রিশটি |
| ৩. তেত্রিশটি | ৪. চৌত্রিশটি |

ঙ. বাক্যের শেষে সাধারণত কি ব্যবহৃত হয়?

- | | |
|-------------|-------------|
| ১. উদ্দেশ্য | ২. বিধেয় |
| ৩. বাচ | ৪. প্রত্যয় |

চ. প্রত্যয় যোগ করলে ধাতু ও লিঙ্গের যে পরিবর্তন হয় তাকে কি বলে?

- | | |
|----------|------------|
| ১. আদেশ | ২. নির্দেশ |
| ৩. তলদেশ | ৪. হৃদেশ |

ছ. অন্ত্য বর্ণে পূর্ববর্ণকে কি বলে?

- | | |
|-----------|---------|
| ১. বিকুরণ | ২. উপধা |
| ৩. গুণ | ৪. আদেশ |

জ. অনুবন্ধের অন্য নাম কি?

- | | |
|--------|--------|
| ১. সিৎ | ২. চিং |
| ৩. ইৎ | ৪. কিং |

দশম অধ্যায়

বচন

যা দ্বারা পদার্থের সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে। পালিতে বচন দু প্রকার। যথা-একবচন ও বহুবচন। একক সংখ্যা বোঝালে একবচন হয়। যথা- দারকো = একজন বালক।

একের অধিক সংখ্যা বুঝালে বহুবচন হয়। যথা- চতুরো দারকা- চারজন বালক; চতুরি ফলানি-চারটি ফল।

নিচে একবচন ও বহুবচনের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
নরো (মানুষ)	নরা (মানুষেরা)	যো (য়ে)	যে (যারা)
ভিক্খু (ভিক্ষু)	ভিক্খু (ভিক্ষুগণ)	উত্ত (ঝাতু)	উত্ত (ঝাতুগুলো)
সো (সে)	তে (তারা)	তৃং (তুমি)	তুমহে (তোমরা)
অহং (আমি)	মযং (আমরা)	সকুণো (পার্থি)	সকুণা (পার্থিরা)
একো (এক)	একে (একের অধিক)		

লিঙ্গ

- শব্দের যে বৈশিষ্ট্য থেকে পুরুষ, স্ত্রী কিংবা ক্লিব অর্থ বোঝগম্য হয় তাকে লিঙ্গ বলে। যথা- পুত্র, কুমারী, আয়।
পালিতে লিঙ্গ তিনি প্রকার। যথা- পুঁলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুঁসক লিঙ্গ।
- সাধারণত যা পুরুষসদৃশ তা পুঁলিঙ্গ। যেমন- নরো (মানুষ); বুন্দো (বুন্ধ)।
- যা স্ত্রীসদৃশ তা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা- মাতা, রানী।
- যে সকল শব্দ স্ত্রী বা পুরুষ কোনটাই করে না সেগুলো নপুঁসক লিঙ্গ। যথা- ফল, বারি, (জল) বন। কখনও
কখনও শব্দানুসারে লিঙ্গ নির্ণয় হয়ে থাকে। যথা- পুঁলিঙ্গ-চন্দো; স্ত্রীলিঙ্গ-চন্দিমা; নপুঁসক লিঙ্গ-পদুমৎ।
- পুঁলিঙ্গাকে শব্দের সঙ্গে আ, ই, নী, আনী, ইকা, ইয়া, ইকিনী প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ
গঠিত হয়। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :
- ক. অ-কারান্ত পুঁলিঙ্গ শব্দের উভয়ে স্ত্রীলিঙ্গ আ প্রত্যয় যোগ হয়।

পুঁলিঙ্গ	স্ত্রীলোক
খন্তিযো (ফণ্ট্রিয়)	খন্তিযা
মানুস (মানুষ)	মানুসা
অস্স (অশু)	অস্সা
কনিট্ট (কনিষ্ঠ)	কনিট্টা

খ. অ-কারান্ত শব্দের উত্তর কোন কোন ক্ষেত্রে ঈ প্রত্যয় যোগ হয়।

<u>পুঁলিঙ্গা</u>	<u>স্ত্রীলোক</u>
মানব	মানবী
সুন্দর	সুন্দরী
ত্রাঙ্কণ	ত্রাঙ্কণী
দেব	দেবী

গ. কতকগুলো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গা নী প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।

<u>পুঁলিঙ্গা</u>	<u>স্ত্রীলোক</u>
মালী	মালিনী
দড়ী	দড়িনী
তপস্ত্রী	তপস্ত্রিনী
মেধাবী	মেধাবিনী

পুরিশো (পুরুষ)

কর্তার বিভিন্ন পরিবর্তনে ক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে ক্রিয়ার পুরুষ বলে।

পালিতে পুরুষ তিন প্রকার :

উত্তম পুরিসো – উত্তম পুরুষ,

মজৃবিম পুরিসো – মধ্যম পুরুষ,

পঠম পুরিসো – প্রথম পুরুষ।

ক. উত্তম পুরুষ (উত্তম পুরিসো) : নিজেকে বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে উত্তম পুরুষ বলে। যেমন-

অহং – আমি,

মযং – আমরা।

খ. মধ্যম পুরুষ (মজৃবিম পুরিসো) : কারও সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তার নাম মধ্যম পুরুষ। যথা-

তৎ – তুমি,

তুমহে – তোমরা

গ. প্রথম পুরুষ (পঠম পুরিসো) : কারও সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তাকে বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তার নাম প্রথম পুরুষ। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের চারটি পদ ছাড়া অন্যান্য সর্বনাম প্রথম পুরুষ। যথা-

সো (সে), তে (তারা), নরো (মানুষ), নরা (মানুষেরা), সকুণো (পাখি), সকুণা (পাখিরা)।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ক. পালিতে বচন কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণ লেখ।
- খ. লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।
- গ. লিঙ্গান্তর কর :
খণ্ডিয়ে; সুন্দর; মালিনী ; তপস্মী; কনিষ্ঠ।
- ঘ. বহুবচনে পরিবর্তন কর :
ভিক্খু; যো; ত্ব; উতু ; সো।
- ঙ. পালিতে পুরুষ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ক. একবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- খ. বহুবচন বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বল।
- গ. উত্তম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ঘ. পালিতে প্রথম পুরুষের চারটি উদাহরণ দাও।

৩. ঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

- ক. উত্তম পুরুষ কোনটি?
- | | |
|--------|----------|
| ১. তৎ | ২. সা |
| ২. অহং | ৩. বুদ্ধ |
- খ. কোন শব্দটি বহুবচন?
- | | |
|--------|-----------|
| ১. একে | ২. ভিক্খু |
| ৩. উতু | ৪. সকুণো |
- গ. দু প্রকার কোনটি?
- | | |
|-----------|--------|
| ১. পুরিসো | ২. বচন |
| ৩. লিঙ্গা | ৪. পদ |
- ঘ. স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কোনটি?
- | | |
|-----------|-------------|
| ১. সুন্দর | ২. বচন |
| ৩. মানব | ৪. খণ্ডিয়া |
- ঙ. অ-কারান্ত পুঁথিলিঙ্গ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে কোন প্রত্যয় যোগ হয়?
- | | |
|-------|--------|
| ১. আ | ২. ঈ |
| ৩. নী | ৪. ইকা |

একাদশ অধ্যায়

পদ প্রকরণ

পদ : বাকেয় ব্যবহৃত বিভিন্নিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। যেমন- দারকো চলং পস্সতি। এখানে তিনি শব্দের গঠিত বাক্যটির প্রত্যক্ষটির এক একটি পদ।

পালিতে পদ পাঁচ প্রকার : যথা- ১. বিসেস্স (বিশেষ); . বিসেসন (বিশেষণ); ৩. সকনাম (সর্বনাম); ৪. অব্যয় (অব্যয়); ৫. কিরিয়া (ক্রিয়া)।

১. **বিশেষ :** যে পদ ব্যক্তি, বস্তু, কাজ বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ বলে। (যেমন- মসি (কলম), সিস্স (শিয়া))।

বিশেষ পাঁচ প্রকার ; যথা- জাতিবাচক, গুণবাচক ; দ্রব্যবাচক ; ব্যক্তিবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ।

ক. জাতিবাচক বিশেষ

যে বিশেষ কোন একটি প্রাণী বা বস্তু না বুঝিয়ে সে জাতের যেকোন প্রাণী বা বস্তু বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ বলে। যেমন -গো (গরু); অস্স (অশু); রুক্থ (বৃক্ষ)।

খ. গুণবাচক বিশেষ

যে বিশেষ গুণ অবস্থা বা ভাব বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ বলে। (যেমন বিরিয় (বীর্য); লঘুতা; (হীনতা)।

গ. দ্রব্যবাচক বিশেষ

যে বিশেষ কোন দ্রব্য সম্পর্কে বোঝায় তাকে দ্রব্যবাচক বিশেষ বলা হয়। যেমন- (অগ্নি (অগ্নি); বারি (জল); দৃশ্য (দৃশ্য)।

ঘ. ব্যক্তিবাচক বিশেষ

যে বিশেষ ব্যক্তির নাম বোঝায় তাকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ বলে। যথা- রামো (রাম); দেবদত্তো (দেবদত্ত); অনাথপিডিকো (অনাথপিডিক)।

ঙ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ

যে বিশেষ কোন কাজের নাম বোঝায় তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ বলে। যেমন- গমনং, তোজনং, ভূমণং।

২. বিশেষণ

যা দ্বারা বিশেষের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ পায় কাকে বিশেষণ বলে। যেমন- ধবলো গো (সাদা) গরু।

ক. সাধারণত বিশেষের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি হয়; বিশেষণেরও সে লিঙ্গ, সে বচন, সে বিভক্তি হয়ে থাকে। যথা- সুন্দরো দারকো-সুন্দর বালক; সুন্দরী দারিকো-সুন্দরী বালিকা; সুন্দরং ফলং—সুন্দর ফল।

- খ. দ্বি থেকে আট্ঠারস সংখ্যাবাচক শব্দগুলো নিতা স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- দ্বি (দুই); দস (দশ); আট্ঠারস (আঠার) প্রভৃতি।
- গ. সতৎ শব্দটি সর্বদা একচন ও ঝীৰ লিঙ্গ হয়। যেমন- সতৎ দারকা॥একশত বালক। বীসতি চিতানি-বিশ প্রকার চিত।
- ঘ. বিশেষ বিশেষণের লিঙ্গ ও বচন কথনও কথনও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয় না; যেমন- গুগা পমাগৎ-গুগাবলিই প্রমাণ; পমাদো মচুনো পদং-প্রমাদই মৃত্যুর পথ; লোতে বিনাসৎ মূলং- লোভই বিনাশের মূল।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

বিশেষণ পদ	দুয়ের মধ্যে তুলনা	অনেকের মধ্যে তুলনা
সুচি (শুচি)	সুচিতর	সুচিতম
পাগ	পাগতর, পাপিষ	পাগতম
কাল	কালতর	কালতম
সাধু	সাধুতর	সাধুতম
কট্ট (নিকৃষ্ট)	কট্টিট্ট	কট্টিট্ট

মা, বা, বী, বিন প্রভৃতি প্রত্যায়ান্ত বিশেষণ শব্দের উভয়, ইধ, ইয়া, ইট্ট ও ইস্সিক প্রত্যয় হলে ঐ সকল প্রত্যয়ের অবাবহিত পূর্ববর্তী স্বরের লোপ হয়।

বিশেষণ পদ	দুয়ের মধ্যে তুলনা	অনেকের মধ্যে তুলনা
গুণবা	গুণিষ	গুণিট্ট
জুতিমা (জ্যোতিমান)	জুতিয	জুতিট্ট
সতিমা (স্মতিমান)	সতিয	সতিট্ট
মেধাবী	মেধিষ	মেধিট্ট
ধনবা	ধনিয	ধনিট্ট

এমন কিছু বিশেষণ আছে যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

বিশেষণ পদ	দুয়ের মধ্যে তুলনা	অনেকের মধ্যে তুলনা
অপ (কতিপয়)	কণিষ	কণিট্ট
পসথ (শ্রেষ্ঠ)	সেষ্য	সেট্ট
বৃড় (বৃদ্ধ)	সাদিয	সাদিট্ট
অন্তিক	নেদিয	নেদিট্ট
গুৱ (ভারি)	গরিয	গরিট্ট

৩. সর্বনাম : যে পদ বিশেষের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলা হয়। এদের সংখ্যা অনেক।
যেমন- অহং, তুমহ, সো, সা, তে, মহং, অমু, এত, সবৰ, দক্খিণ কিং ইত্যাদি।
৪. অব্যয় : যে পদের কোন অবস্থাতেই মূল রূপের পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় বলে। যথা- সচে, পন, চ,
কত, বা, নু ইত্যাদি।

নিম্নে কয়েকটি অব্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হল :

কদা-কখন	তদা-তখন
তদানি-তখন	এতরেহি-এখন
কুখ্য-কোথায়	যতো -যা থেকে
এখ- এখানে	তথা - এ প্রকার
কখং - কি প্রকারে	ইখং - এ প্রকার
ইব -এ প্রকার	ইতো -এখন থেকে

৫. ক্রিয়া : যা ঘারা কোন কিছু করা, খাওয়া, হওয়া, প্রভৃতি কাজ বুবায় তাকে ক্রিয়া বলে। ক্রিয়াপদের সাহায্যে
কোন কালের ও ভাবের কার্যগুলো সম্পন্ন হয়ে তাকে। ক্রিয়াপদ ধাতুর সাথে বিভিন্নযোগে গঠিত হয়। যথা-

সো স্বতি - সে ঘুমায়।

অহং সুনামি - আমি শুনছি।

উক্ত দুটি বাকে 'স্বতি', 'সুনামি' পদ দুটি ক্রিয়া।

নিম্নে আরও কয়েকটি ক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হল :

এসতি - অন্তর্বেগ করে; কন্দতি - কাঁদে;

গাযতি - গান করে; দদাতি - দান করে;

মোক্খতি - মুক্ত হয়; সুগোতি - শ্রবণ করে; হনতি - হত্যা করে।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ক. পদ কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণ ঘারা বুঝিয়ে দাও।
- খ. বিশেষ কয় প্রকার ও কি কি? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।
- গ. বিশেষগের তারতম্যের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ লিপিবদ্ধ কর।
- ঘ. প্রত্যয়যোগে নিম্নের বিশেষণগুলোর প্রত্যেকটির তারতম্য দেখাও :
- সুচি; ঘিপ, সাধু, গুণবা, জুতিমা, অপংপ, গুরু, কুট্ট।
- ঙ. সর্বনাম কাকে বলে? সর্বনামের পাঁচটি উদাহরণ দাও।
- চ. অব্যয় বলতে কি বোঝ? পাঁচটি উদাহরণ দাও।

୨. ସଂକଷିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ :

- କ. କ୍ରିଆ କାକେ ବଲେ? ଉଦାହରଣସହ ଲେଖ ।
- ଖ. ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କି?
- ଗ. ବିଶେଷଣ କାକେ ବଲେ? ଉଦାହରଣସହ ଲେଖ ।
- ଘ. ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କି? ଦୂଟି ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।
- ঙ. ବିଶେଷପେର ତାରତମ୍ୟ ବଲାତେ କି ବୁଝାଯା?

୩. ଠିକ ଉତ୍ତରେ ଠିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| କ. ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୋନଟି? | |
| ୧. ସୁନ୍ଦର୍ମ | ୨. ଅସ୍ମ |
| ୩. ତେ | ୪. ତଦା |
| ଘ. ଦ୍ରୟବ୍ୟବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟେର ଉଦାହରଣ କୋନଟି? | |
| ୧. ଗୋ | ୨. ବିରିଯ |
| ୨. ବୁନ୍ଦ | ୪. ଦେବଦତୋ |
| ଗ. ଦୁଇଯେର ଘବ୍ୟେ ତୁଳନାମୂଳକ ବିଶେଷଣ କୋନଟି? | |
| ୧. ଖିପ୍ପ | ୨. ସେଟ୍ଟ |
| ୩. ଗୁରୁ | ୪. ସାଧୁତର |
| ଘ. କ୍ରିଆବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟେର ଉଦାହରଣ କୋନଟି? | |
| ୧. ମସି | ୨. ଗୋ |
| ୩. ଗମନ୍ତ | ୪. ବାରି |
| ଙ. କ୍ରିଆର ଉଦାହରଣ କୋନଟି? | |
| ୧. ଭବତି | ୨. ଦାରିକା |
| ୩. ବୀସତି | ୪. ନରା |
| ଚ. ଯେ ପଦେ କୋନ ଅବସ୍ଥାତେଇ ମୂଳଗୁପ୍ତେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଯ ନା ତାକେ କି ବଲେ? | |
| ୧. ବିଶେଷଣ | ୨. ସରନାମ |
| ୩. ଅବ୍ୟାୟ | ୪. କ୍ରିଆ |

দাদশ অধ্যায়

অনুবাদ

পালি অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষায় প্রচলিত নিয়মগুলো রক্ষিত হয়েছে। তবে প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য আছে। কাল, কারক, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বাক্যবিন্যাস প্রণালি, বাচ্য প্রভৃতি পালি ব্যাকরণের নিয়মাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে পালি অনুবাদ শুধুরূপে করা সম্ভব নয়। তোমরা উপরের শ্রেণীতে পালি ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এখানে শুধু প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য কাল ও কারক সম্পর্কীয় অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বাংলার মত পালিতে কাল তিনটি : বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। ভাব বোঝাতে পঞ্চমী ও সম্ভমীর ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। এছাড়া বচন ও পুরুষভেদেও ক্রিয়া বিভক্তির রূপান্তর বসাতে হয়।

পালিতে সরল বাক্য গঠনের সময় প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম ও সবশেষে ক্রিয়া বসাতে হয়।

বর্তমান কাল (বর্তমান)

বর্তমান কালে বচন ও পুরুষভেদে তি, অতি, সি, থ, মি, ম ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- বালক চাঁদ দেখে-দারকো চন্দং পস্সতি। আমি চিঠি লিখছি-অহং গণ্যং লিখামি।

উপাসিকা ফুল তুলছে-উপাসিকা পুণ্যফানি চিনাতি।

অতীত কাল (অজ্ঞত্বী)

পূর্ববর্তী সময়ে ক্রিয়ার কার্য সম্পাদিত হলে ধাতুর উত্তর বচন ও পুরুষভেদে ই, ইংসু, ই, ইথ, ইং, ইম্হা ক্রিয়া বিভক্তিগুলো যোগ করতে হয়। যথা- আমরা শহরে গিয়েছিলাম-ময়ং নগরং গচ্ছিমৃহা। সৈন্যগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল-যোদ্ধা সমরে জিনিঃসু।

সে দোকানে জিনিসপত্র কিনেছিল -সো আপগে তডং কিনি।

ভবিষ্যৎ কাল (ভবিস্সতি)

অনাগতে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে বচন ও পুরুষভেদে ধাতুর ইস্তি, ইস্সতি, ইস্সসি, ইস্সথ, ইস্সামি, ইস্সাম ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- আমি বাঢ়ি যাব - অহং গোহং গমিস্সামি।

তোমরা শীল গ্রহণ করবে - তুমহে সীলং গণ্যহিস্সথ। পাচক তরকারি পাক করবে- সূদো ব্যঙ্গনং পচিস্সতি।

পঞ্চমী

অনুরোধ, আদেশ, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ বোঝাতে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ-তিনিকালেই পঞ্চমী বিভক্তি হয়। পঞ্চমীর পালি বাক্যগঠনে বচন ও পুরুষভেদে তু, অজ্ঞ, হি, থ, মি, ম ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর উত্তর যোগ হয়। যথা-

সে সুখী হোক - সো সুখী ভবতু।

সদা সত্যকথা বলবে - সদা সচ্ছৎ ব্রহ্মি।

আমাকে একটি বই দাও - মং একং পোথকং দেহি।

সম্ভমী (সম্ভমী)

পরিকল্পনা অনুমতি, উচ্চিত অর্থে সম্ভমী বিভক্তি হয়। এয়, এয়ং, এয়াসি, এয়াথ, এয়ামি, এয়াম ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর উত্তর যোগ হয়। যেমন- সে কাজ করতে পারে - সো কম্বং করেয়।

তোমার প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত - তৎ অনুদিবসং বিজলয়ং পচ্ছেযাসি। ভিক্ষুসংঘকে দান করা উচিত - ভিক্খুসংঘস্স দানং দদেয়ৎ।

কারক গঠিত বাক্য

কারক ও বিভক্তি একার্থবোধ নয়। ক্রিয়ার সম্পাদক অর্থাৎ যে ক্রিয়া নিষ্পত্ত করে তাকে কারক বলে। যা দ্বারা সংখ্যা ও কারকের জ্ঞান জন্মে তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি যুক্ত হলে লিঙ্গের কোন কোন অংশের পরিবর্তন হয়। সাধারণত অ-কারান্ত পুঁঁলিঙ্গ শব্দের একবচনে 'ও' এবং বহুবচন 'আ' বিভক্তি যোগ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীব লিঙ্গের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিভক্তি যুক্ত হয়। নিম্নে শুধু পুঁঁলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার দেখানো হল :

কর্তৃকারক (কর্তা কারকং)

কর্তৃবাচ্যের কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা-

সূর্য উদিত হয়- সূরিযো উগ্গাছিতি।

বালকেরা পড়ে - দারকা পঠন্তি।

ভিক্ষু ধ্যান করছেন- ভিক্খু বাযতি।

কর্ম কারক (কর্ম কারকং)

কর্ম কারকে দ্বিতীয় বিভক্তি যুক্ত হয়। সাধারণত কর্ম কারকের পুঁঁলিঙ্গের একবচনে অং, বহুবচনে আ এবং উভয় লিঙ্গে যো বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা- সে ভাত খায়-সো ভঙ্গ খাদতি।

পুত্র মাতাপিতাকে বন্দনা করে- পুন্তো মাতাপিতরো বন্দতি।

শিষ্য আচার্যকে জিজ্ঞেস করছে-সিস্মো আচরিযং পুজ্জতি।

করণ কারক (কারণ কারকং)

করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। করণে সাধারণত এন, এনা, এহি, এতি বিভক্তিগুলো যুক্ত হয়। যথা- কৃষক কাস্তে দ্বারা বীজ বপন করে - সে কস্মসকো দক্ষেন বীহিং লুগাতি।

সে কুঠার দ্বারা গাছ কাঠে - সো ফরসুনা বুক্খং ছিন্দতি। আমরা হাত দিয়ে কাজ করি-ময়ং হথেন কম্বং করোম।

সম্পদান কারক (সম্পদান কারকং)

সম্পদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। সাধারণত এর সাথে 'স্স', 'নং' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- উপাসক ভিক্ষুসংঘকে দান দিচ্ছেন - উপসাকো ভিক্খুসংঘস্স দানং দেতি।

তৃষ্ণার্তকে জল দাও - পিপাসিতস্স উদকং দেহি। রাজা যাচককে ধন দিচ্ছেন - রাজী যাচকং ধনং দদাতি।

অপাদান কারক (অপাদান কারকং)

অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। সাধারণত এর সঙ্গে স্মা, মহা প্রভৃতি বিভক্তিগুলো যুক্ত হয়। যেমন-

বৃক্ষ থেকে ফল পড়ে - বুক্খস্মা ফলং পততি। বোবিসন্ত মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হলেন- বোবিসন্তো মাতৃকুচিমহা নিক্ষমি।

ফুল থেকে ফল হয় - পুগফস্মা ফলং উপজ্ঞতি।

অধিকরণ কারক (ওকাস)

অধিকরণ কারকে সম্ভবী বিভক্তি হয়। এর সাথে এ, সিৎ, সু প্রভৃতি বিভক্তিগুলো যোগ হয়। যথা- জলে মাছ আছে- উদকে মচ্ছে তবতি।

পাখিরা আকাশে বিচরণ করে - আকাসে সুকুণা বিচরণ্তি।

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করেন - ভগবা সাবধিষ্যৎ বিহৃতি।

অনুশীলনী

১. পালিতে অনুবাদ করঃ

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------------------------------|
| ক. | আমি চিঠি লিখছি। | ব. | বালকেরা টাঁদ দেখে। |
| খ. | তারা বাড়ি যাবে। | ঝ. | সকল প্রাণী সুর্যী হোক। |
| গ. | সিংহ মাংস খায়। | ঠ. | বালকটি গ্রামে যাচ্ছে। |
| ঘ. | আমি বিদ্যালয় যাব। | ঢ. | ভিক্ষুরা ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাচ্ছেন। |
| ঙ. | সে একটি বই কিনেছিল। | ড. | বাবা শহরে গিয়েছেন। |
| চ. | ছেলেটি যি দিয়ে ভাত খায়। | ঢ. | বালকেরা খেলছে। |
| ছ. | দুঃশীলেরা নরকে যায়। | ণ. | আমি হাত দিয়ে কাজ করি। |
| জ. | উপাসক ভিক্ষুকে পিড় দান করছে। | ত. | বনে বাধ আছে। |

২. নিম্নের প্রত্যক্তি বিভক্তি দিয়ে পালি এক একটি বাক্য রচনা করঃ

তি; অষ্টি; মি; ম; ইথ; ইমহা; ইস্সান্তি; ইস্সাম; তু; অন্তু; হি; ও; অং; এন; এভি; স্মা; মহা; সু।

৩. ঠিক উত্তরে টিক (✓) টিক দাওঃ

ক. বর্তমানে কালের শুল্ক পালি অনুবাদ কোনটি?

- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------|
| ১. | দারকা চন্দং পস্সতি | ২. | দারকো চন্দং পস্সতি |
| ২. | দারকো চন্দং পস্সতি | ৪. | দারাকো চন্দং পস্সি |

খ. অতীত কালের শুল্ক পালি অনুবাদ কোনটি?

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------------|
| ১. | মযং নগরং গচ্ছিছং | ২. | অহং নগরং গচ্ছিমহা |
| ৩. | অহং নগরং গচ্ছতি | ৪. | মযং নগরং গচ্ছিমহা |

গ. পালি অনুবাদ করার সময় ভবিষ্যৎ কালে ধাতুর উত্তর কোন ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়?

- | | | | |
|----|--------|----|------|
| ১. | তু | ২. | ইংসু |
| ২. | ইস্সতি | ৪. | এয়ং |

ঘ. করণ কারকের পালি বাক্যের উদাহরণ কোনটি?

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|-------------------------|
| ১. | মযং হথেন কম্বং করোম | ২. | পুত্রো মাতাপিতরো বন্দতি |
| ৩. | উপাসকো ভিক্ষুসংজ্ঞাস্স দানং দেভি | ৪. | রূক্খস্মা ফলং পততি |

ঙ. পাচক তরকারি পাক করবে- এ বাক্যটির পালি অনুবাদ কোনটি?

- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------------|
| ১. | সুদো ব্যঞ্জনং পচতি | ২. | সুদো ব্যঞ্জনং পচেয় |
| ৩. | সুদো ব্যঞ্জনং পচিস্সতি | ৪. | সুদো ব্যঞ্জনং পচি |

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠি-পালি

গাছ মানুষের পরম বন্ধু ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।